প্রণালীর গুণে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে এবং বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য সেইরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করার ঔচিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে বিবেচনা করিতে বলেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে এই সময়ে রেভারেণ্ড জেম্‌স লঙ মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকাদির ও তাহার রচয়িতৃগণের নামের তালিকা সম্বলিত সুপ্রসিদ্ধ রিপোর্ট লিখেন এবং রমাপ্রসাদ রায়, রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি শিক্ষাপরিষদের সদস্যগণ তাঁহাদের সুচিন্তিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। বর্ত্তমান প্রস্তাবে রমাপ্রসাদের এই সকল মন্তব্যাদির (Minutes) পরিচয় প্রদান করা সম্ভব নহে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে রমাপ্রসাদ উহার প্রথম 'ফেলো' বা সদস্য নির্ব্বাচিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটে তিনি ব্যবস্থাশাস্ত্রের প্রধান সদস্য ছিলেন। এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্যও রমাপ্রসাদ যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

বেথুন স্মৃতিসভা। শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের সহিত রমাপ্রসাদের অত্যন্ত সৌহার্দ্দ্য ছিল। বেথুনের মৃত্যুর পর বঙ্গবাসী তাঁহার

স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে আগষ্ট দিবসে মেডিক্যাল কলেজের হলে একটী বৃহৎ সভা আহূত করেন। রমাপ্রসাদ এই সভার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তিনি এই সভায় নিম্নোদ্ধৃত প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন এবং বেথুনের স্মৃতিরক্ষাকল্পে পঞ্চাশ টাকা দান করেন :—

That this meeting desires to record its deep sense of the loss which the cause of education and the general advancement of the people of this country have sustained by the lamented death of the Hon'ble J. E. D. Bethune. From the day he landed in India to his last hour, his unceasing endeavours and best energies were devoted to the improvement of the Native mind and the elevation of the Native character. For the attainment of these noble ends, he made himself accessible to the humblest individual sacrificing his time, health and money with rare disinterestedness. Not satisfied with his

exertions to advance the best interests of man in British India, he made it the project of his hourly thoughts and darling hopes to elevate woman in the social scale by that which only can be effectual to that end, education, with an earnestness, a self-devotion and a munificence which will ever live in the recollection of a grateful people.

বেথুন সভা। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাপরিষদের ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সম্পাদক ডাক্তার এক্‌জে মৌয়েট কতিপয় য়ুরোপীয় ও দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তির সহযোগিতায় ভারতবর্ষের ব্যবস্থাসচিব ও শিক্ষাপরিষদের সভাপতি পরলোকগত ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের স্মরণার্থে 'বেথুন সোসাইটী' নামক একটী সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলোচনায় অনুরাগ জন্মাইবার এবং য়ুরোপীয় ও দেশীয়দিগের মধ্যে জ্ঞানানুশীলন বিষয়ক সংযোগস্থাপনের উদ্দেশ্যে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা। রমাপ্রসাদ এই সভার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী ও উৎসাহশীল সভ্য ছিলেন। এই সভা এক্ষণে জীবিত নাই, কিন্তু এককালে ইহার অসামান্য প্রতিপত্তি ছিল এবং এদেশের

ডাক্তার এফ., জে, মৌয়েট

LIBRARY

অনেক কল্যাণ সাধিত করিয়াছিল। ডাক্তার ডফ্, ডাক্তার রোয়ার, ডাক্তার চিভার্স, কর্ণেল গুডউইন্, কর্ণেল ম্যালিসন, রেভারেণ্ড ডল, রেভারেণ্ড স্মিথ, হেনরী উড্রো প্রভৃতি প্রসিদ্ধ য়ুরোপীয়গণ এবং রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, কিশোরীচাঁদ মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কৈলাসচন্দ্র বসু, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সূর্য্যকুমার গুড়িব্ চক্রবর্ত্তী, মহেন্দ্রলাল সরকার, নবীনকৃষ্ণ বসু, কালীকুমার দাস প্রভৃতি বাঙ্গালী মনীষিগণের বাগ্মিতায় যখন সভাগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিত তখন উহার কি গৌরবের দিনই গিয়াছে! গবর্ণর জেনারেল, লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ এই সকল পণ্ডিতগণের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য সভাগৃহে আগমন করিতেন। মধ্যে এই সভা একবার অতি হীনাবস্থায় পতিত হয়। এমন কি, উহা বিলুপ্ত হইবারও সম্ভাবনা হয়। এই সময়ে (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে) সভার কয়েকজন হিতৈষী পুরাতন সভ্য সভাকে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ডাক্তার আলেক্‌জাণ্ডার ডফ্‌কে সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে সম্মত করেন। ডাক্তার ডফ্ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহের সহিত এই সভার সভাপতিত্ব স্বীকার করেন। তিনি

অতি অল্প দিনের মধ্যেই উঁহাকে নূতন জীবনে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কার্য্যের সুবিধার জন্ত তিনি এই সভাকে ছয়টী শাখায় বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক শাখার কার্য্য সুসম্পাদিত করিবার মানসে উপযুক্ত ও বিচক্ষণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত করিয়া দেন। এই শাখাগুলি ও তাহার সভাপতি ও সম্পাদকদিগের নাম এস্থলে উল্লেখ-যোগ্য :—

শিক্ষা	সভাপতি—মিষ্টার হেনরী উড্রো সম্পাদক—বাবু রাজেন্দ্র নাথ মিত্র
সাহিত্য ও দর্শন	সভাপতি—মিষ্টার, ই, বি, কাউয়েল সম্পাদক—বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ
বিজ্ঞান ও শিল্প	সভাপতি—মিষ্টার এইচ, এস, স্মিথ সম্পাদক—মিষ্টার—জে রীদ্
চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যোন্নতি	সভাপতি—ডাক্তার নরম্যান চিভার্স পরে ডাক্তার ক্রফার্ড সম্পাদক—বাবু নবীনকৃষ্ণ বসু

সমাজবিজ্ঞান { সভাপতি···মিষ্টার জেম্‌স্ লঙ্
সম্পাদক—বাবু কালিকুমার দাস

এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতি { সভাপতি—বাবু রমাপ্রসাদ রায়
সম্পাদক—বাবু হরচন্দ্র দত্ত

শেষোক্ত শাখায় এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানের ও চরিত্রের উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাবাদির আলোচনা হইত। এই আলোচনায় এতদ্দেশীয় সমাজ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতার ও সূক্ষ্ম বিচার শক্তির প্রয়োজন বলিয়া, (ডাক্তার ডফের কথায়) "a native gentleman of the highest qualification"—রমাপ্রসাদ রায়কে উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ১৫ই মার্চ্চ দিবসে বেথুন সভায় মিষ্টার ওয়াইলি নামক একজন য়ুরোপীয় "জ্ঞানাঙ্কুর ও স্ত্রীশিক্ষা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি ডাক্তার ডফ্, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, রেভারেণ্ড মিষ্টার সি, এইচ, এ, ডল্, রমাপ্রসাদ রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কালীকুমার দাস, সার্ বার্টল্ ফ্রেয়ার (পরে বোম্বাইয়ের

গবর্ণর) প্রভৃতি এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। বেথুন রেও ডল্ এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন যে,ধনী ও ক্ষমতাশালী হিন্দুগণ তাঁহাদের গৃহে খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিতে আপত্তি করিয়া থাকেন শুনা যায়, সেই কথা সত্য কি না। রমাপ্রসাদ ইঁহার উত্তরে বলেন যে আজিকালি সচরাচর কেহ সেরূপ আপত্তি করেন না। ত্রিশ বৎসর, এমন কি দশবৎসর পূর্ব্বেও এবিষয়ে আমাদের যে সংস্কার ছিল এক্ষণে তাহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে গবর্ণমেণ্ট যথোচিত সাহায্য করিতেছেন না বলিয়াই স্ত্রীশিক্ষা এদেশে তাদৃশ বিস্তৃতিলাভ করিতে পারিতেছে না।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ৮ই নভেম্বর দিবসে বেথুন সভায় ডাক্তার ডফ্ ঘোষণা করেন যে পরবর্ত্তী এপ্রিল মাসে রমাপ্রসাদ রায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক শাখার কার্য্য বিবরণী পাঠ করিবেন। কিন্তু কোনও কারণবশতঃ উক্ত ঐ বৎসর পঠিত হয় নাই। বেথুন সভায় কার্য্যবিবরণী নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় এক্ষণে জানিতে পারা যায় না যে পরে রমাপ্রসাদ কোনও অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন কি না।

কল্ভিন স্মৃতিসভা। সদর আদালতের অন্ততম বিচারপতি মিষ্টার জন রাসেল কলভিন্ রমাপ্রসাদকে খুব

স্নেহ করিতেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেনাণ্ট গবর্ণর হন। সিপাহীযুদ্ধের সময় তিনি যথেষ্ট কার্য্যতৎপরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম ও উদ্বেগে অবাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন এবং আগ্রা দুর্গে সমাহিত হন। রমাপ্রসাদ তাঁহার এই পরম উপকারকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে মেটকাফ হলে একটি সভা আহূত করেন এবং একটি মনোরম বক্তৃতা করেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর জেমস্ কলভিন্, এডভোকেট জেনারেল মিষ্টার উইলিয়ম রিচি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণও এই সভায় বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় দুর্ভিক্ষ। রমাপ্রসাদ নীরবকর্মী ছিলেন, হুজুগপ্রিয় ছিলেন না। দেশহিতকর সভাসমিতির কার্য্যে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল কিন্তু তিনি নিষ্ফল রাষ্ট্রীয় আন্দোলনাদিতে যোগদান করিতে ভালবাসিতেন না বা বক্তারূপে প্রসিদ্ধিলাভের প্রয়াস পাইতেন না। প্রকাশ্য সভাসমিতিতে তিনি যে দুই একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার গভীর চিন্তাশক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। কাজের

উচ্ছ্বাসে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়কে অভিভূত না করিয়া তিনি সুচিন্তিত বক্তব্যের দ্বারা তাহাদিগের মনকে মুগ্ধ করিতেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত নরনারীদিগের সাহায্য করে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২১শে জানুয়ারী দিবসে চেম্বার অব কমার্স সভার গৃহে কলিকাতাবাসী একটি সাধারণ সভা আহূত করেন। এই সভায় রমাপ্রসাদই সর্ব্বপ্রথমে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ ও তন্নি-বারণের প্রকৃত উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতার কিয়দংশের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"আমি স্বয়ং অনুধাবন করিয়া যাহা দেখিয়াছি এবং অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে যে সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে বাঙ্গালা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় বিলক্ষণ প্রভেদ আছে! বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রাচুর্য্য, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সর্ব্বত্র দারিদ্র্য ও অভাব পরিলক্ষিত হয়। সত্য বটে, স্থানে স্থানে প্রকৃত ঐশ্বর্য্যশালী ভূম্যধিকারী পরিদৃষ্ট হয় কিন্তু তাঁহারা গৃহত্যাগ করিয়া পঞ্চাশ বা একশত মাইল দূরে ক্রোশের পর ক্রোশ কেবল মাত্র অভাব ও দারিদ্র্য প্লাবিত। এই সভার একজন একটি কাল্পনিক বিপদের বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন সেরূপ ক্ষেত্রে ভূম্যধিকারীদিগের সাহায্যে কোন ফল ফলিবে না। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি এইরূপ

বিপদ আসে তাহা হইলে আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি যে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের বর্ত্তমান সময়ের বা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের ন্যায় উহা তত ভীষণ আকার ধারণ করিবে না। উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় ভূমিকর সংক্রান্ত ব্যবস্থার ফলে সেখানে জমীদারশ্রেণী বিলুপ্ত হইয়াছে—জমীদারগণ কেবল মাত্র পত্তনীদারে পরিণত হইয়াছেন, এবং যদিও আমি বলিতেছি না যে প্রধানতঃ সেই দেশের ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থার দোষেই এই দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, তথাপি আমার স্থির বিশ্বাস যে তত্রত্য অধিবাসিগণের সুখ দুঃখের সহিত এই রাজস্ব বিষয়ক ব্যবস্থা অতি ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত আছে এবং গবর্ণমেণ্টের এই সকল ব্যবস্থার সংস্কারসাধন করা অবশ্যকর্ত্তব্য।"

লিগ্যাল রিমেম্ব্রান্সার। এই সময়ে রমাপ্রসাদ বৎসরে লক্ষাধিক টাকা উপার্জ্জন করিতেছিলেন। লর্ড ক্যানিং ও স্যর জন পিটার গ্রাণ্ট রমাপ্রসাদকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কোনও নূতন বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে জটিল প্রশ্নাদি উত্থাপিত হইলে তাঁহারা রমাপ্রসাদের অভিমত জানিতেন এবং অধিকাংশ স্থলে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। Civil Procedure Bill, Rent Bill, Sale Law, Penal Code, Criminal Procedure, Limitation Laws, Income Tax Act প্রভৃতি অনেক আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময় তিনি

মহাত্মাজির হাতের বাংলা চিঠি

Act প্রভৃতি অনেক আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময়ে তিনি গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে তাঁহার অভিমত ও মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ব্যবস্থাপক সভা তাঁহার মন্তব্যের দ্বারা অনেক উপকৃত হইয়াছিল। রমাপ্রসাদ দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইনের যে বিকৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা তৎকালে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি মিষ্টার বোকোর্টের স্থানে লিগ্যাল রিমেম্ব্রান্সারের পদে নিযুক্ত হন। ইতঃপূর্ব্বে কোনও বাঙ্গালী এই উচ্চপদ প্রাপ্ত হন নাই। এই পদের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করিয়াও তিনি ওকালতী করিতেন।

"ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী"। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। এই সময়ে তিনি বিশ্রামের জন্য মধ্যে মধ্যে আলমবাজার বা রাণীগঞ্জের উদ্যানবাটিকায় সময় অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু রমাপ্রসাদের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে অলস ভাবে সময় অতিবাহিত করা অসম্ভব। তিনি এই সময়ে আইনগ্রন্থাদির টীকা প্রণয়ন করিতেন। এই সময়ে How we are governed নামক একখানি ইংরাজী পুস্তক অবলম্বন করিয়া তিনি "ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী"

নামক একখানি গ্রন্থও প্রকাশিত করিতে স্বর্গীয় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীকে সাহায্য করেন। পুস্তকখানি সেকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত ছিল। এই পুস্তক প্রকাশ বিষয়ে রমাপ্রসাদ কতদূর সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা পুস্তকখানির ভূমিকাপৃষ্ঠে প্রতীত হয়। এই গ্রন্থখানি এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের আদেশানুসারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তার জন পিটার গ্রাণ্ট লর্ড ক্যানিংএর অনুমতি লইয়া রমাপ্রসাদকে এই সভার অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত করেন। এই সভায় আরও তিনজন দেশীয় সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও অতি উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও মৌলবী (পরে নবাব) আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুরের যোগ্যতায় কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু কোন দেশীয় সদস্যই রমাপ্রসাদের ন্যায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। ব্যবস্থাপক সভায় রমাপ্রসাদের কার্য্য সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস পাল একস্থানে লিখিয়াছেন :—

"In the Legislative Council of Bengal to

which he was nominated on its formation as a Government member, we may say that he was the only man who shewed mettle at all. He approached the questions before it with an intelligence, an appreciation of public wants and feelings, a sagacity, boldness and an authority that certain knowledge and strong intellect always give, which not only defied opposition in the Council, but challenged admiration out of it."

ক্যানিং স্মৃতিরক্ষা সভা। করুণার অবতার লর্ড ক্যানিংএর ভারতপরিত্যাগকালে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের ব্যবস্থার জন্য দেশবাসিগণ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ২৫শে ফেব্রুয়ারী দিবসে টাউনহলে একটি বিরাট সভা আহূত করেন। রমাপ্রসাদ এই সভার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া একটি মনোরম বক্তৃতা করেন। এই প্রস্তাবে ক্যানিংএর প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তির জন্য তাঁহাকে ইংলণ্ডের কোনও উপযুক্ত শিল্পীর নিকট যাইতে অনুরোধ করা

কৃষ্ণবাদ পাল

হয়। কৌতূহলী পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত রমাপ্রসাদের ইংরাজী বক্তৃতাটির মর্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"আমি তৃতীয় প্রস্তাবটি উত্থাপিত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি এবং অতীব আনন্দের সহিত এই প্রস্তাব আপনাদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করিতেছি। রাজকর্মচারী বলিয়া এইরূপ সাধারণ সভায় সাধারণ অবস্থায় আমি যোগদান করিতাম কি না সন্দেহ। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে আমি সেরূপ কোনও সঙ্কোচ অনুভব করিতেছি না। আমার মনে হয় যে কোন ব্যক্তি রাজকর্ম গ্রহণ করিলেই যে তাহাকে জাতীয় পরিত্যাগ করিতে হইবে, সকল সৎ ও মহৎ ভাবের অনুভূতি বিসর্জন দিতে হইবে, ভ্রাতৃপরতা ও মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বিরত হইতে হইবে এবং যাঁহারা ন্যায়তঃ আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র তাঁহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, এইরূপ যুক্তি নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক! অতএব মহোদয়গণ, আমরা আজ একটি বিশেষ এবং অসাধারণ কার্যোপলক্ষে সমবেত হইয়াছি। শাসনকার্যের অবসানে গৃহপ্রত্যাগমনোন্মুখ গবর্ণর জেনারেলকে বিদায় অভিনন্দন পত্র প্রদানের জন্য এই বিপুল রাজধানীর অধিবাসিগণ যে এই প্রথম সমবেত হইলেন তাহা নহে। বহুবার আমরা এই উদ্দেশ্যে পূর্বে সম্মিলিত হইয়াছি! কিন্তু মহাশয়গণের স্মরণ থাকিতে পারে যে সেই সকল সভা য়ুরোপীয়গণ কর্তৃক প্রস্তাবিত, য়ুরোপীয়গণ কর্তৃক আহূত এবং য়ুরোপীয়গণ কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল। আজিকার এই বিরাট সভা ভারতবাসীর

লর্ড ক্যানিং

সভা আহুত। ইহা কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের সভা নহে, শাসক সম্প্রদায়ের ইঙ্গিতে এই সভা আহুত হয় নাই। পরন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ অসংখ্য জাতি ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-গণ স্বেচ্ছায় এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আজিকার এই বিরাট সভায় ভারতবর্ষের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্রকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন।

"ভদ্র মহোদয়গণ, যদি আমার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলেও এই ক্ষুদ্র বক্তৃতায় ভারতবর্ষের জন্য লর্ড ক্যানিং যে প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছেন তাহার সমালোচনা করিতে আমার প্রবৃত্তি হইত না। সে সকল কার্য্যের পুনরালোচনা করিলে হয়ত আপনারা এমন কিছু দেখিতে পাইবেন না যাহাতে চক্ষু ঝলসিয়া যায় বা হৃদয় বিমুগ্ধ হয়। বিরাট অথবা গৌরবময় যুদ্ধ সংঘটিত ও বিজিত হইয়াছে, বিশাল রাজ্যবিস্তৃতি ঘটিয়াছে, তাঁহার শাসনকালে আপনারা হয়ত এরূপ ঘটনার কথা শুনিতে পাইবেন না, কিন্তু মহাশয়গণ, লর্ড ক্যানিং এমন কতকগুলি স্থায়ী উন্নতি সাধিত করিয়াছেন, আপনাদের কল্যাণের জন্য, আপনাদের প্রিয়তম অধিকারগুলি রক্ষার জন্য, ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য, এমন অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যসমূহ অনুষ্ঠিত করিয়াছেন, যে সে সকলের আলোচনা করিলে আপনারা এবং আপনাদের উত্তরপুরুষগণ ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারক বলিয়া লর্ড ক্যানিংএর নাম চিরদিন পূজা করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান দেখিবেন। কোনও জাতির ইতিহাসে যাহার তুলনা নাই—ভারতবর্ষের সেই মহাসঙ্কটকালে তিনি কিরূপে আমাদিগকে এবং ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাদের পর আমাকে কি

তাহা পুনর্ব্বার বিবৃত করিতে হইবে? যখন য়ুরোপীয়দিগের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, যখন আমাদের কোটি কোটি দেশবাসীর মধ্যে কয়েকজন মাত্র ভ্রান্ত ব্যক্তির নৃশংস কার্য্য তাহাদিগকে প্রতিহিংসাগ্রহণে ও বৈরনির্য্যাতনে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন এই মহাপুরুষের অদম্য সাহস, অবিচলিত ন্যায়পরতা, সংযম ও মনুষ্যত্ব, অগণ্য নির্দ্দোষীকে অকাল ও কলঙ্কিত মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিল, মহারাজ্ঞীর রাজভক্ত লক্ষ লক্ষ প্রজা তাহাদের জীবন ও ধনসম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তাঁহারই কৃপায় আজি আমরা এই বৃহৎ সভায় স্বাধীন নাগরিকরূপে বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্যের গৌরব লইয়া সমবেত হইতে সমর্থ হইয়াছি। মহাশয়গণ, ইহা তাঁহার শাসনকালের অন্ধকারময় দুর্দ্দিনের কথা—যাহাকে ভিন্নমতে তাঁহার শাসনের লৌহযুগ বলা যাইতে পারে। কিন্তু যদি তাঁহার শাসনকালের স্বর্ণযুগের কথা—সুদিনের কথা—স্মরণ করেন তাহা হইলে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে দেশের মধ্যে শান্তি ও ঐক্যস্থাপন এবং ভারতবর্ষের আর্থিক, সামাজিক ও মানসিক উন্নতি সাধনের দ্বারা তাঁহার শাসনকালের শেষ কয়েক বৎসর বিশেষিত হইয়াছে। অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দ নীরব এবং কামানের মুখ বন্ধ হইবামাত্র লর্ড ক্যানিং সকলকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে না দেখিয়া (হয়ত অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখা সে অবস্থায় দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত না) অসাধারণ মহত্ত্বসহকারে ধীর ও শান্তভাবে, রাজভক্ত ও রাজদ্রোহীদিগকে ন্যায়পরতা অথবা করুণার সহিত বিচার পূর্ব্বক যথাযোগ্যভাবে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

"মহাশয়গণ, অযোধ্যার তালুকদারদিগের ভূসম্পত্তি প্রত্যর্পণের কথা

সেই প্রদেশের নূতন বন্দোবস্তের কথা, শিশুহত্যা নিবারণের কথা স্মরণ করুন, অথবা শাস্ত্রানুসারে এতদ্দেশীয় রাজা মহারাজাদিগের দত্তক পুত্রগ্রহণের প্রতিবন্ধকাদি বিদূরিত করিবার কথা স্মরণ করুন, অথবা বিচারবিভাগের সংস্কারের কথা, ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকে জীবন ও সম্পত্তি নিরুপদ্রবে ভোগ করিতে দিবার জন্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্যবিধি প্রণয়নের কথা, শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহদানের কথা, অর্থশাস্ত্রসম্মত নিয়মানুসারে য়ুরোপীয় মূলধনের আমদানী করিয়া দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির কথা স্মরণ করুন, এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের আয় ও ব্যয়ের সমতা রক্ষার চেষ্টার কথা, ভূমিস্বত্ব ও পতিত জমি বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির কথা স্মরণ করুন, আপনারা দেখিতে পাইবেন যে ভারতবর্ষের কল্যাণই লর্ড ক্যানিংএর চিন্তার প্রধান বিষয় ছিল। তাঁহার শাসন-কার্য্যের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ—যাহাকে অনেকলোক 'নেটিব' রাজ্যশাসন প্রণালী বলেন—সেই জাতীয় রাজ্যশাসন পদ্ধতি প্রচলনের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই পদ্ধতির সূত্রপাত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু লর্ড ক্যানিংএর শাসন কালেই উহা প্রচলিত হয়। ভূম্যধিকারী এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে বর্ণ, জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দেশের উন্নতি-বিধানের জন্য দায়িত্বপূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিয়া তিনি ভারতবর্ষে একপ্রকার স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় সর্ব্বোচ্চ রাজকার্য্যে দেশীয়দিগকে য়ুরোপীয়দিগের সহিত সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি কখনও কল্পনাও করিতে পারিতেন, আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাঁহাদের কি তাহা ভাবিবারও সম্ভাবনা ছিল, যে রাজা নিজকর রাজ্য বা সার্ব্ব

প্রতাপচন্দ্র সিংহের ন্যায় দেশবাসী ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি ও লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণরের সহিত সাম্রাজ্যশাসন সভায় একত্রে উপবেশন করিয়া সেই অতুল প্রতাপান্বিত শাসনকর্ত্তাদিগকে দেশহিতকর বিষয়ে পরামর্শ দিবেন ?

"ভদ্রমহোদয়গণ, এই সকল এবং এইরূপ কার্য্যের দ্বারা লর্ড ক্যানিং মহারাজ্ঞীর সাম্রাজ্যে শান্তি, সুখ, সন্তোষ ও রাজভক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য, তাঁহার সদনুষ্ঠান সমূহের স্মৃতিরক্ষার জন্য, তাঁহার বিচক্ষণ এবং উদার নীতি দ্বারা পরিচালিত সৎকার্য্যের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য আমরা অদ্য এইস্থানে সমবেত হইয়াছি, এবং ইহা আশা করা যায় যে, আমরা অদ্য এই সভায় যাহা করিব এবং সঙ্কল্প করিব তদ্দ্বারা জগতকে দেখাইতে পারিব যে সুশাসনকর্ত্তার সৎকার্য্যে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতে এবং তাঁহাকে সমুচিত শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে ভারতবর্ষ কখনই পশ্চাৎপদ নহে !

"মহাশয়গণ, যে মহাত্মাকে আমরা শোকাকুলিত হৃদয়ে বিদায় দিতেছি তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার উপযুক্ত কি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হওয়া উচিত তাহা আমি কল্পনা করিতে অক্ষম। কিন্তু যে প্রস্তাবটি আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করা হইতেছে তাহা গ্রহণ করিতে বলিবার সময় আমি আগ্রহের সহিত এই অনুরোধ করিতেছি যে আপনারা যে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবেন তাহা যেন লর্ড ক্যানিংএর উপযুক্ত হয়, তাঁহার মহৎ এবং প্রশংসনীয় কার্য্যের উপযুক্ত হয় এবং ভারতবর্ষ ও তাহার লক্ষ লক্ষ অধিবাসী, যাহাদের

প্রতিনিধিরূপে আপনারা এখানে সমবেত হইয়াছেন, তাহাদের উপযুক্ত হয়।"

লর্ড ক্যানিংকে বিদায় অভিনন্দন পত্র প্রদান করিবার জন্য এই সভায় যে সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে রমাপ্রসাদ অন্যতম। রমাপ্রসাদ লর্ড ক্যানিংএর স্মৃতিরক্ষা সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং স্মৃতিরক্ষার জন্য পাঁচশত টাকা দান করিয়াছিলেন।

গ্রাণ্ট স্মৃতিরক্ষা সমিতি। দুই মাস পরে সর্ব্বজনপ্রিয় লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর স্যর জন্ পিটর গ্রাণ্টকে বিদায় অভিনন্দন পত্র প্রদান করিতে যে সকল দেশনায়ক তৎসমীপে গমন করিয়াছিলেন তন্মধ্যেও রমাপ্রসাদকে দেখিতে পাওয়া যায়। রমাপ্রসাদ তাঁহার স্মৃতিরক্ষা সমিতির অন্যতম সদস্যও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

হাইকোর্টের বিচারপতি। পূর্ব্বে এদেশে সদর আদালত ও সুপ্রিমকোর্ট নামক দুইটি সর্ব্বপ্রধান বিচারালয় ছিল। সদর আদালত ব: কোম্পানির আদালতে মফঃস্বল কোর্টের মোকদ্দমার আপীল শুনা হইত। এই আদালতের বিচারপতিদিগের দেশের আচার ব্যবহারাদি

সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন বলিয়া এতদ্দেশীয় বিচারকগণের মধ্য হইতে ইঁহারা নির্ব্বাচিত হইতেন। সুপ্রিমকোর্টের বা মহারাজ্ঞীর আদালতের বিচারপতিগণ বিলাত হইতে আসিতেন। বলা বাহুল্য, এই দুই আদালতের বিচারপতিদের মধ্যে প্রায় মনোমালিন্য ঘটিত। দুইটী বিচারালয় একত্র করিয়া একটী হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে একবার উঠিয়াছিল কিন্তু কোন কারণ বশতঃ উহা স্থাপিত করা তখন যুক্তিযুক্ত বোধ হয় নাই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে স্যর চার্লস উড্ পার্লিয়ামেণ্টে হাইকোর্ট স্থাপনের কথা পুনরায় উত্থাপিত করেন এবং বিচারপতি নিয়োগ সম্বন্ধেও নূতন নিয়মাদি প্রবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। মহাত্মা লর্ড ক্যানিং তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ উদারতার সহিত "expressed a decided opinion that Native Judges well trained, were as well qualified as any other persons to take their places by the side of English Judges in the High Court."

রমাপ্রসাদের অপূর্ব্ব প্রতিভা দেখিয়াই যে লর্ড ক্যানিং তাঁহার এই অভিমত গঠিত করিয়াছিলেন এইরূপ অনুমান

করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বর্ড এল্‌গিনের প্রাইভেট সেক্রেটারী মাননীয় টি, জে, হভেল-থার্লো (Hon'ble T, J. Hovell-Thurlow) ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "The Company and the Crown" নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"On its (High Court) bench two new and startling precedents had been adopted. Natives were to be appointed to this high tribunal, with power to judge our countrymen in criminal as well as civil cases; and for the first time, natives of high rank became entitled to the same emoluments as their English colleagues. * * * The statutes of the Court had been thus liberally framed, bearing in view a man of proved integrity and parts. Ramapersad Roy was a name, at the very sound of which corrupt vakeels or pleaders quitted court. He was without price, and the office had been made for him; but ere the letters patent had

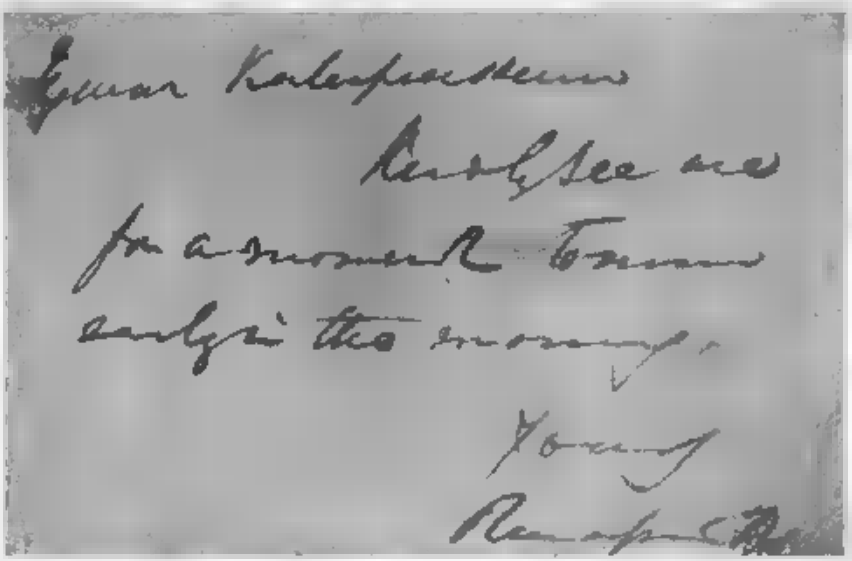

রমাপ্রসাদ রায়ের ইংরাজী স্বাক্ষর

reached Calcutta he had died. Shumbhoo-nath Pundit Roy Bahadoor indeed was found to reap the honours invented for another; but the new High Court went forth shorn of is greatest ornament."

প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও অবশেষে এই বৎসর পার্লিয়ামেণ্টের নূতন বিধি দ্বারা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা মঞ্জুর হইল এবং একজন দেশীয় বিচারপতি নিযুক্ত করিবারও আদেশ আসিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। রমাপ্রসাদ অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি কেহ ছিলেন না যিনি এই পবিত্র ধর্মাধিকরণে বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করিতে পারিতেন। গবর্ণর জেনারেল লর্ড এল্‌গিন্ তাঁহাকে এই পদের জন্য মনোনীত করিলেন এবং মাননীয় মিষ্টার হ্যারিংটনকে দিয়া রমাপ্রসাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে ভারতসম্রাজ্ঞী তাঁহাকেই এই উচ্চপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তখন অত্যধিক পরিশ্রমজনিত রোগে রমাপ্রসাদ মৃত্যুশয্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন। দেশবাসীর ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা দেখিয়া রমাপ্রসাদের আনন প্রফুল্ল হইল। তিনি হ্যারিংটনকে ধন্যবাদ দিয়া স্মিতমুখে

বলিলেন, "আমি এখন উচ্চতর বিচারালয়ের সম্মুখে যাই-তেছি। নিয়োগ পত্র লইয়া আমি কি করিব ?" *

পরলোকগমন। বাস্তবিক ব্যবস্থাপক সভার দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্য, সদর আদালতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবের কার্য্য, এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যের গুরুভারে রমা-প্রসাদ বহুদিন হইতেই ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি দিন রাত্রি তিনি কর্ম্মে নিরত থাকিতেন। মানুষের শরীরে কত সয় ? ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন। ডাক্তার ওয়েব, ডাক্তার গুডিব, ডাক্তার ম্যাক্রে, ডাক্তার গুপ্ত, সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি সহরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক-

---

* অমর কবি দীনবন্ধু তদ্বিরচিত 'সুরধুনী' কাব্যে রমাপ্রসাদের অকালমৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন :—

"আইন পারগ রমাপ্রসাদ প্রবর
সাহিত্য স্বদেশ হিতে ছিলেন তৎপর।
প্রথমে বিচারপতি সেই বিজ্ঞ হন,
অস্তমিত হ'ল কিছু না হতে উদয়,
অভিষেক দিনে গেল শমন ভবন,
কোথা রায় রাজা হন কোথা গেল মন।"

গণের প্রাণপণ চেষ্টাতেও রোগের উপশম হইল না। বাহির সিমুলিয়ার বাটী হইতে চৌরঙ্গীতে স্বাস্থ্যকর স্থানে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া চিকিৎসা করা হইতে লাগিল। যখন রোগে শয্যাগত তখনও রমাপ্রসাদ দেশের কথা ভুলেন নাই। তিনি আত্মীয় বন্ধুগণকে সংবাদপত্র পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতে বলিতেন এবং জনহিতকর অনুষ্ঠানাদির সংবাদ লইতেন। যখন ইংলিশম্যানের টেলিগ্রাম লর্ড ক্যানিংএর মৃত্যুসংবাদ বহন করিয়া আনিল, তখন রমাপ্রসাদের নয়নে অশ্রু দেখা দিল। গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভারতবর্ষ তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুকে হারাইয়াছে! সেইদিন হইতে তাঁহার মনে এক-প্রকার ধারণা হইল যে তাঁহারও মৃত্যুকাল আসন্ন। তাঁহার রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মাননীয় মিষ্টার হ্যারিংটন, মাননীয় মিষ্টার রেকস্, প্রফেসর লীক, মিষ্টার কফেন্ প্রভৃতি সুপ্রিম কৌন্সিলের সদস্য, জজ, গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী, ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক হইতে সামান্য ব্যক্তি পর্য্যন্ত রমাপ্রসাদের সকল শ্রেণীর বন্ধু ও প্রতিভাপূজকগণ তাঁহার বাটীতে গিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য সংবাদ লইতে লাগিলেন। কিন্তু দেশবাসীর ও বিদেশবাসীর শ্রদ্ধা, সম্মান ও প্রীতির আধার, রমাপ্রসাদের কাল পূর্ণ হইয়াছিল। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা

আগষ্ট (১৮ই শ্রাবণ ১২৬৯ বঙ্গাব্দে শুক্রবার বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। বঙ্গদেশ একটী প্রকৃত সন্তান রত্ন হারাইলেন।

স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা। রমাপ্রসাদের মৃত্যুতে সমগ্র বঙ্গদেশ শোকে কাতর হইয়াছিল। ইংলিশম্যান, হরকরা প্রভৃতি ইংরাজ-সম্পাদিত সংবাদপত্রও উচ্চকণ্ঠে তাঁহার বিবিধ সদ্‌গুণের প্রশংসা করিয়াছিলেন। 'সোমপ্রকাশ' হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ হইতে প্রতীত হয় যে এদেশে রমাপ্রসাদের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনেরও চেষ্টা হইয়াছিল :—

"ঢাকাপ্রকাশে বরিশাল হইতে একজন লিখিয়াছেন, তত্রত্য উকীল বাবু বিশ্বেশ্বর দাসের যত্নে তাঁহার বাটীতে রমাপ্রসাদ বাবুর স্মরণার্থ এক চাঁদা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৮০০৲ টাকা উঠিয়াছে. রমাপ্রসাদ বাবুর স্মরণার্থ কি চিহ্ন করা হইবে, সভা এখনও তাহা স্থির করেন নাই। এই টাকা ভারতবর্ষীয় সভার নিকটে প্রেরিত হউক। হরিশ সমাজ-গৃহ * নির্ম্মিত হইলে তন্মধ্যে রমাপ্রসাদ বাবুর এক চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি, আরও অধিক টাকা সংগৃহীত হইলে

---

* মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, হিন্দু পেট্রিয়টের স্বদেশপ্রেমিক সম্পাদক ৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থে একটি সমাজগৃহ নির্ম্মিত হউক। Federation Hall

তাঁহার প্রস্তরময়ী অর্দ্ধ প্রতিমূর্ত্তি করা কর্ত্তব্য। হরিশ সমাজ-গৃহকে আমাদিগের জাতিসাধারণ স্মৃতিমন্দিরার্থ গৃহ করা কর্ত্তব্য।

(সোমপ্রকাশ ১০ ভাদ্র ১২৬৯)

কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোথাও রমাপ্রসাদের স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। তাঁহার স্মৃতিচিহ্নের অভাব যে আমাদের জাতীয় কলঙ্কের বিষয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।‡

যে উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইবার কথা হয় উহাও সেই উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইবার কথা হয়। কালীপ্রসন্ন বাটী নির্ম্মাণের জন্য দুই বিঘা পরিমিত জমি এবং অর্থসাহায্য প্রদান করিতেও সম্মত হইয়াছিলেন। এই সমাজ গৃহে লর্ড ক্যানিংএর প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি ও স্যর জন পিটার গ্রান্টের তৈলচিত্র রক্ষিত হইবারও প্রস্তাব হয়। কিন্তু হরিশ-স্মৃতি-সমিতি অন্যরূপে সংগৃহীত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত "মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ" নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

‡ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি হরিতকীবাগানের একটি ক্ষুদ্র অপরিসর গলির নাম "রমাপ্রসাদ রায়ের লেন" রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু উহাকে রমাপ্রসাদের স্মৃতিচিহ্ন বলা যায় না।

রমাপ্রসাদের উত্তরাধিকারিগণ। রমাপ্রসাদের প্রথমা সহধর্ম্মিণী অতি অল্পবয়সেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রমাপ্রসাদ ৺কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশের কন্যা ব্রহ্মময়ীকে বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে সন ১২৫৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রমাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিমোহন এবং সন ১২৫৭ সালের কার্ত্তিক মাসে কনিষ্ঠ পুত্র প্যারীমোহনের জন্ম হয়। ১৩০৩ সালের ১০ই চৈত্র (২২শে মার্চ্চ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে) হরিমোহনের মৃত্যু হয়। তিনি কোনও পুত্রসন্তান রাখিয়া যান নাই, তাঁহার কন্যার বংশধরগণ তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। প্যারীমোহনও সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহারও কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। তিনি এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চরিত্র। রমাপ্রসাদ বিনয় ও শিষ্টাচারের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। পিতামাতার প্রতি ভক্তিতে রমাপ্রসাদ আদর্শস্থানীয় ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত প্রকাশিত করিবার তাঁহার প্রবল ইচ্ছা ছিল। রামমোহনের পরম বন্ধু রেভারেণ্ড উইলিয়ম আডামকে তিনি জীবনচরিত লিখিতে অনুরোধ করেন এবং

দশ সহস্র মুদ্রা পারিশ্রমিক দিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু আডাম সাহেবের ভারতবর্ষে পুনরাগমনের পূর্ব্বেই রমাপ্রসাদ পরলোকে গমন করেন। রমাপ্রসাদ মনীষী ও মনস্বী পুরুষ ছিলেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎসম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রে লিখিয়াছেন, "তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি কেবল বুদ্ধিবলেই এতদূর সম্মান, গৌরব ও যথেষ্ট অর্থ (কেহ বলে ২০, কেহ বলে ৩০ লক্ষ টাকা) অর্জ্জন করিয়াছিলেন! তাঁহার স্বভাব বিনীত ও নম্র ছিল, এই গুণে কি য়ুরোপীয়, কি এদেশীয় অনেক প্রধান লোকের সহিত তাঁহার সবিশেষ আত্মীয়তা ও বন্ধুতা জন্মে।" রমাপ্রসাদের মৃত্যু বিষয়ক যে প্রস্তাব হইতে উপরিলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল তাহাতে বিদ্যাভূষণ মহাশয় রমাপ্রসাদের চরিত্রের দোষগুলিরও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"কিন্তু তাঁহার স্বভাবগত একটি অসুকতা দোষ স্পষ্ট লক্ষিত হইত। এই অসুকতা দোষ নিবন্ধনই তাঁহার প্রকৃত মনস্বিতা, তেজস্বিতা প্রভৃতি কয়েকটি সদ্‌গুণের অসদ্ভাব ছিল। * * * তাঁহার অল্পমাত্রও সৎক্রিয়াসাহস ছিল না, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার পিতা হিন্দুসমাজে খ্যাতিলাভ বাসনা পরিত্যাগ

পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

ও ধন মান ক্ষতি স্বীকার করিয়াও স্বদেশের ধর্ম্ম ও সমাজের ব্যবহারাদির দোষ সংশোধন চেষ্টা করিয়া ইহাকে উৎকৃষ্ট অবস্থায় লইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন; তিনি অসার, অপদার্থ ও অসভ্যের নিন্দা ও কটুবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া অকুতোভয়ে যে সৎক্রিয়ানুষ্ঠানের পথ প্রদর্শন করিয়া যান রমাপ্রসাদ তাঁহার পুত্র হইয়া কেবল এক সৎক্রিয়াসাহস বিরহে সেই পথের পথিক হইতে পারিলেন না। প্রত্যুত তিনি সেই প্রাচীন পঙ্কিল কদর্য্যপথের পথিক হইয়া বিবেকবান ব্যক্তিদিগের ঘৃণার পাত্র হইয়াছিলেন।"

একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, যে অপূর্ব্ব তেজস্বিতা ও অদ্ভুত সৎক্রিয়া-সাহস দ্বারা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দেশাচারের প্রবল বাধা অতিক্রম করিয়া বিবিধ স্বদেশহিতকর সমাজ সংস্কারাদি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, রমাপ্রসাদের সেইরূপ তেজ বা সৎক্রিয়া-সাহস ছিল না। দেশের কল্যাণকর সকল অনুষ্ঠানের সহিত গভীর সহানুভূতিসত্বেও রমাপ্রসাদের সকল কার্য্যেই তাঁহার সংযম, শিষ্টাচার ও রক্ষণশীলতা পরিলক্ষিত হইত। এই রক্ষণশীল ভাব যে তাঁহার গভীর চিন্তাপ্রসূত ইহা অনেকেই বিস্মৃত হইতেন। আমাদের বোধ হয় যে বিদ্যাসাগরের তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা, উদারতা ও বিবেকানুবর্ত্তিতা যিনি আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সমাজসংস্কারপ্রয়াসী সম্পাদক দ্বারকানাথ, রমাপ্রসাদের

চরিত্র অতি কঠোরভাবে সমালোচনা করিয়াছেন, এমন কি, তাঁহার উদ্দেশ্য প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি অবিচার করিয়াছেন। অনেক সময়েই দেখা যায় যে উষ্ণস্বভাববিশিষ্ট সংস্কারকগণ নির্ভীকভাবে বিবেকের আদেশ অনুপালন করিতে গিয়া, দেশের চিরানুসৃত আচার ব্যবহারাদি প্রবলভাবে আক্রমণ করিতে গিয়া, এরূপ বাধা প্রাপ্ত হন যে তাঁহাদের অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও শক্তিসত্ত্বেও তাঁহারা ঈপ্সিত সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হন না, অথচ শান্ত ও সংযতভাবে সেই সকল সংস্কারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, ধীরে ধীরে সুশিক্ষা দ্বারা কুসংস্কার সমূহ-বিদূরিত করিয়া দূরদর্শী নীরবকর্ম্মীরা বিনা বাধায় ক্রমে ক্রমে সমাজে সেই সকল সংস্কার সাধিত করিতে পারেন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের ন্যায় সমাজসংস্কারক গণও অনেক সংস্কারের প্রবর্ত্তনে ইচ্ছানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু অনেক বিচক্ষণ নীরবকর্ম্মীদের চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে অলক্ষিতভাবে সমাজে সেই সকল সমাজসংস্কার-প্রবর্ত্তনের বাসনা যে বলবতী হইয়া উঠিতেছে একথা কে অস্বীকার করিবে? দূরদর্শিতাজনিত সংযমের ভাব অনেক সময়েই দূর হইতে সৎক্রিয়াসাহসের অভাব বলিয়া অনুমিত হয়।

৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ রমাপ্রসাদের যে সৎক্রিয়া সাহসের অভাব বা রক্ষণশীলতা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

(১) রমাপ্রসাদ ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র, তত্ত্ববোধিনী সভার একজন প্রধান সভ্য, এবং ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম স্তম্ভরক্ষক ছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহার স্বর্গগতা বিমাতার আত্মার সদ্গতির জন্য হিন্দুমতে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মধ্যমা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে রামমোহন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হিন্দু আচারানুসারে জননীর মুখাগ্নি করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠা সহধর্ম্মিণীর * মৃত্যুর বহুপূর্ব্বেই রামমোহন স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। লোকাপবাদ তুচ্ছ করিয়া, জননী যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন সেই ধর্ম্মের অনুযায়ী আচার পদ্ধতি অনুসারে মাতৃভক্ত রমাপ্রসাদ তাঁহার স্বর্গীয়া

* রামমোহন রায়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে Asiatic Journal এ তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত অথচ বহুতথ্যপূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয় তাহা পাঠ করিলে প্রতীত হয় যে, রামমোহন কিছুকাল হইতে তাঁহার কনিষ্ঠা সহধর্ম্মিণীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মমতের বিরোধই কি এই সম্বন্ধ বিচ্ছেদের কারণ?

জননীর আত্মার তুষ্টিবিধান করিয়া যে বিশেষ দোষ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। কিন্তু এই বিষয় লইয়া তখন দেশে মহা আন্দোলন হইয়াছিল। একদিকে সংস্কারপ্রিয় ব্রাহ্মগণ রমাপ্রসাদের এই রক্ষণশীলতা দেখিয়া তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, অপরদিকে অতিরক্ষণশীল হিন্দু দলপতিগণ "বিধর্ম্মী" রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদের হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী ক্রিয়ায় যোগদান করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। "মুড়িঘাটা"র [পাথুরিয়া ঘাটার] "* * * [থেলাত] চন্দ্র ঘোষ" প্রভৃতি অতিরক্ষণশীল হিন্দু দলপতিগণ রমাপ্রসাদের মাতৃশ্রাদ্ধে বিঘ্ন ঘটাইবার কিরূপ আয়োজন করিয়াছিলেন, সর্ব্বত্র এই বিষয় লইয়া কিরূপ আন্দোলন হইয়াছিল, লক্ষমুদ্রা ব্যয়ে অবশেষে রমাপ্রসাদ কিরূপে মাতৃশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় "হুতোম প্যাঁচার নক্সায়," লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে, আমাদের কেবল একটি কথা মনে হয় যে রমাপ্রসাদ উপনিষদের ধর্ম্ম গ্রহণের সহিত হিন্দু সমাজের চিরানুসৃত আচারাদি পদদলিত না করিয়া কি আমাদের একটি অমূল্য উপদেশ দিয়া যান নাই? তিনি কি শিক্ষিত

হিন্দু-সমাজকে দেখান নাই যে দেশাচার লঙ্ঘন না করিয়াও প্রকৃত ব্রাহ্ম হওয়া যায় এবং ব্রাহ্ম সমাজকে দেখান নাই যে হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই ইঙ্গিত ব্রাহ্ম-সমাজ বুঝিতে পারে নাই বলিয়াই বোধ হয় রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ আজি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায় কলুষিত ও গৃহবিচ্ছেদে দুর্বল হইয়াছে। পক্ষান্তরে, হিন্দু সমাজ এই ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া রমাপ্রসাদকে ক্রোড়ে স্থান দিয়া, যে উদারতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহারই ফলে আজিও আচারনিষ্ঠ হিন্দুর গৃহে গৃহে প্রকৃত ব্রাহ্ম দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, শান্ত ও সংযতভাবে যে সংস্কার ধীরে ধীরে সমাজের হৃদয়ে প্রবেশলাভ করে তাহার ফল বহুকাল স্থায়ী হয়। রমাপ্রসাদ জানিতেন সমাজ ভাঙ্গিলেই সমাজ গঠিত হয় না।

(২) বিধবা বিবাহে রমাপ্রসাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। কিন্তু তিনি এ ক্ষেত্রেও জানিতেন যে গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা দ্বারা, বা প্রলোভনের দ্বারা, এতদ্দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা সম্ভবপর নহে। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সহিত, সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের সহিত, ভবিষ্যতে ইহা প্রচলিত হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় উহার

প্রচলন অসম্ভব। এ সম্বন্ধে তাঁহার মত যে খুব সমীচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেকেই তাঁহার দূরদর্শিতা-জনিত অপ্রবৃত্ততাকে সৎক্রিয়াসাহসের অভাব বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তীরও প্রচার আছে। 'সঞ্জীবনীতে' কোনও লেখক একবার লিখিয়াছিলেন :—

"শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সর্ব্বপ্রথম বিধবা বিবাহ হয়। তখন কলিকাতার অনেক বড়লোক, এ বিষয়ে সাহায্য করিতে এবং বিবাহস্থলে উপস্থিত হইতে প্রতিশ্রুত থাকিয়া একখানি প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করেন। মজার কিন্তু এই যে কেহই উপস্থিত হন নাই। এই বিবাহের পূর্ব্বে তিনি স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। রমাপ্রসাদ রায় বলিলেন "আমি ভিতরে ভিতরে আছিই তো, সাহায্যও করিব, বিবাহ স্থলে নাই গেলাম;" এই কথা শুনিয়া ঘৃণা এবং ক্রোধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিয়ৎক্ষণ কথা বাহির হইল না। তাহার পর দেওয়ালে স্থিত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ছবির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ওটা ফেলে দাও।" এইরূপ বলিয়া চলিয়া গেলেন।"

এতৎ সম্বন্ধে ৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি "প্রকৃতি"তে লিখিয়াছিলেন—

"আমার পিতৃদেব গোপীনাথ রায় চূড়ামণি মহাশয় বলিয়াছিলেন তিনি (রমাপ্রসাদ), বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কহিয়াছিলেন, "আমার পিতা, সমাজ সংস্কারের কসুর করেন নাই। তাতে তো কোনই ফল ফলে নাই। অতএব আর চেষ্টা পাওয়া বৃথা।" এই বলিয়া বিধবা বিবাহের সভায় যাইতে তিনি অস্বীকৃত হন। বিদ্যাসাগর ও রমাপ্রসাদ বাবুর কথোপকথন সময়ে বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, পণ্ডিত কালিদাস তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতি অন্যান্য অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের নিকটেও এই কথাই শুনিয়া আসিতেছিলাম।"

"সংবাদ প্রভাকরে" প্রথম বিধবা বিবাহের যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তদ্দৃষ্টে প্রতীত হয় যে বিবাহস্থলে রমাপ্রসাদ উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং 'সঞ্জীবনী'র লেখকের গল্পে আস্থাস্থাপন করা যায় না। বিধবা বিবাহে যে রমাপ্রসাদের সহানুভূতি ছিল তৎসম্বন্ধে সন্দেহের কোনও কারণ নাই।

বহুবিবাহ প্রথার নিবারণ বিষয়েও রমাপ্রসাদ যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎপ্রণীত 'বহুবিবাহ' নামক পুস্তকের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, "লোকান্তর নিবাসী প্রসিদ্ধ বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় এই সময়ে, এই কুৎসিত প্রথার নিবারণ বিষয়ে যেরূপ যত্নবান হইয়াছিলেন এবং নিরতিশয় উৎসাহ সহকারে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়।"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সি.আই.ই

রামমোহন যে পথে গিয়াছিলেন রমাপ্রসাদ সে পথের পথিক হন নাই সত্য। কিন্তু তিনি "প্রাচীন পঞ্চময় ভগ্ন-পথের" পথিক না হইয়া নূতন পথে চলিলে কি সেই ভগ্ন-পথের সংস্কার সাধিত হইত? "ভগ্নপথে"র সংস্কার করিতে গেলে কি সেই পথে থাকিয়াই ধীরে ধীরে তাহার উন্নতি করিতে হইবে না?

পিতার তেজস্বিতার অধিকারী না হইলেও যে রমাপ্রসাদ শক্তিমান স্বদেশহিতৈষী ও বুদ্ধিমান নীরবকর্ম্মী ছিলেন একথা সকলেই জানিতেন। বিদ্যাসাগরের একজন চরিতকার লিখিয়াছেন, "রমাপ্রসাদের মৃত্যুসংবাদে বিদ্যাসাগর অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। শক্তিসম্পন্ন পুরুষ, শক্তিপূজকের চিরকালই পূজনীয়। বিদ্যাসাগর প্রকৃত শক্তি-সেবী। রমাপ্রসাদ রায়ও প্রকৃত শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তজ্জন্যই তিনি রমাপ্রসাদ বাবুর বিয়োগ জন্য দুঃখিত হয়েন।"

রমাপ্রসাদ যে শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন একথা কে অস্বীকার করিবে? কৈশোরেই তিনি পিতৃহীন হইয়াছিলেন। স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি ৪৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমনের সময় সমাজে সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠা ও রাজকার্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ ও সম্মান লাভ করিতে সমর্থ

হইয়াছিলেন। রমাপ্রসাদ নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র ছিলেন না, কিন্তু তিনি এতগুলি সদ্‌গুণের আধার ছিলেন যে তিনি চিরদিন তাঁহার দেশবাসীর স্মরণীয় থাকিবেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত The Company and the Crown নামক সুলিখিত গ্রন্থে লর্ড এলগিনের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিষ্টার হজেল্-থার্ণো রমাপ্রসাদের অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাল্যকালে 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত সহবাস নিবন্ধন তিনি লোকচরিত্রজ্ঞ, বিনয়ী, সদালাপী ও মিষ্টভাষী হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথের সুরুচিরও তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার এই সকল গুণে এবং অদ্ভুত আতিথেয়তায় বিমুগ্ধ হইয়া অনেকেই তাঁহার সহিত অকৃত্রিম সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার অসংখ্য য়ুরোপীয় ও দেশীয় বন্ধুদিগের নামোল্লেখ করা দুঃসাধ্য। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দিগম্বর মিত্র, হরমোহন ঘোষ, রেভারেণ্ড জেম্‌স লঙ, রেভারেণ্ড সি, এইচ, এ, ডল, তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পিতৃবন্ধু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মাতুল মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও বাবু (পরে রাজা) দিগম্বর মিত্রকে তিনি তাঁহার সম্পত্তির একজিকিউটর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রমা-

প্রসাদের অসাধারণ মনীষা ও মনস্বিতা, অবিচলিত উৎসাহ ও অধ্যবসায়, অপূর্ব্ব পরিশ্রমশীলতা ও কার্য্যদক্ষতা দেশবাসীর গৌরবময় আদর্শ হওয়া উচিত। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে, দেশব্রত গিরিশচন্দ্র ঘোষ তৎপ্রবর্ত্তিত ও তৎসম্পাদিত "বেঙ্গলী" পত্রে রমাপ্রসাদ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, রমাপ্রসাদের চরিত্র সমালোচনার উপসংহারে আমরা সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া পুনরায় বলি:—"He was second to none of his contemporaries in point of genius, sound legal acquirements, sterling commonsense, breadth of view and genuine sympathy for the just rights of the ryots of this presidency."

আচার্য্য লালবিহারী দে

আচার্য্য লালবিহারী দে

উপক্রমণিকা। আলেকজাণ্ডার ডফ্ প্রভৃতি প্রথিতনামা খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণের প্রাণপণ প্রযত্ন ও প্রচেষ্টায় যে সকল বঙ্গসন্তান হিন্দুসমাজের শান্তিময় ক্রোড় হইতে চিরবিচ্যুত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে অনেকেই অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও গভীর স্বদেশানুরাগের জন্য বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র এবং চিরস্মরণীয়। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল ব্যক্তি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক "ভয়াবহ পরধর্ম্ম" অবলম্বন করেন, তাঁহারা ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহের সহিত স্বদেশ ও স্বজাতির সহিত সম্বন্ধও পরিত্যাগ করেন। প্রিয়তম পরিজনগণ, শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ্বর্গ ও হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়স্বজনের প্রীতি, স্নেহ ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়া, সমাজের নিকট হইতে বহুবিধ নিগ্রহ ভোগ করিয়া, তাঁহারা কালাপাহাড়ের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া স্বদেশ ও স্বজাতির উপর প্রতিহিংসা গ্রহণে সমুৎসুক হন। বিশেষতঃ আমাদিগের এই হিন্দুর দেশে, যে দেশে ধর্ম্মের জন্য স্নেহময় পিতা প্রিয়তম পুত্রের সহিত, প্রেমময়ী ভার্য্যা জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীর সহিত, প্রীতিসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কুণ্ঠিত নহেন—সেই দেশে, ধর্ম্মান্তরপরিগ্রহীতাকে কি প্রকার মানসিক ক্লেশ সহ্য করিতে হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই সকল দুর্দ্দান্ত স্নেহ-সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, স্বজাতীয় সমাজকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়াও, স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতিকল্পে যাঁহারা যত্নবান হন তাঁহারা দেশবাসীর প্রীতি ও সহানুভূতি হইতে একেবারে বঞ্চিত হন না। এইজন্যই যে সকল বঙ্গসন্তান বিদেশীয় ধর্ম্মগ্রহণ করিলেও স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, বিদেশীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়াও স্বজাতিকে ভুলিতে পারেন নাই, তাঁহারা প্রথমে হিন্দু সমাজ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইলেও শেষে বঙ্গদেশীয় জনসাধারণের হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যিনি দেশোন্নতিবিষয়ক সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে অগ্রণী ছিলেন, যাঁহার সংস্কৃতাদি সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য তাঁহার সমসাময়িকগণের শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত করিত, যিনি আবর্জ্জনাপূর্ণ বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতীচ্য-বিদ্যার 'কল্পদ্রুম' রোপণ করিয়াছিলেন, সেই স্বদেশহিত-চিকীর্ষু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় চিরদিন বঙ্গবাসীর বন্দনীয় থাকিবেন। সুদূর ইংলণ্ডে অবস্থান কালেও জন্মভূমির কপোতাক্ষ নদের কথা সতত যাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইত, ইংরাজী সাহিত্যসম্পদসম্ভারের সন্ধান পাইয়াও

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

যাঁহার দৃষ্টি বঙ্গভাণ্ডারের 'বিবিধ রত্নে'র প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং "কালে,—মাতৃভাষারূপে খনি পূর্ণ মণিজালে" আবিষ্কার করিতে সামর্থ্য প্রদান করিয়াছিল, বিদেশীয় ধর্ম্মগ্রহণ করিলেও বঙ্গবাণীর সেই বরপুত্র মধুসূদনের স্মৃতি চিরদিন "যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে।" যাঁহার অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ ও দেশবাসিগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার-কল্পে আগ্রহপূর্ণ চেষ্টা তাঁহার জীবনের প্রতি অঙ্কে পরিদৃষ্ট হইত, বাঙ্গালার সেই অনন্যসাধারণ বাগ্মী, সরলতার প্রতিমূর্ত্তি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিও বহুদিন বঙ্গবাসীর হৃদয়ে সমুজ্জ্বল থাকিবে। প্রগাঢ় সাহিত্যপ্রেম ও অক্লান্ত সাহিত্যসেবা রামবাগানের খৃষ্টান দত্তপরিবার-কেও বঙ্গবাসীর স্মৃতিপট হইতে অপসৃত হইতে দিবে না। বিশেষতঃ, স্যর এডমণ্ড গস্ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণ যাঁহাদিগের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া মুক্তকণ্ঠে উচ্চপ্রশংসাবাণী উচ্চারিত করিয়াছিলেন, সেই "কাব্যারণ্যে ছুটী রাণী, প্রতিভার দুহি যমজ কন্যা হেথা আর বীণাপাণি" —কুমারী তরু ও অরুর নাম বঙ্গবাসী চিরদিন গৌরব মিশ্রিত আনন্দ ও অপূর্ণ আশার তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের সহিত স্মরণ করিবেন। যে প্রতিভাশালী বাঙ্গালীর জীবন-কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, সেই চির-স্মরণীয় বাঙ্গালী

রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (যথাবয়সে)

কৃষকের সমবেদনা-উচ্ছ্বসিত-জীবনেতিহাস-চরিতা, বাঙ্গালী শিশুর শয়ন-মন্দির-মুখরিত বঙ্গলক্ষ্মীর স্নেহ-সিঞ্চিত অমৃত-কথার সুনিপুণ লিপিকর, বাঙ্গালা সাহিত্য সংস্কারের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এবং বঙ্গসাহিত্যের সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক, বাঙ্গালার প্রতীচ্য শিক্ষাবিস্তারের অন্যতম প্রধান উদ্যোগী, মনীষীর বরপুত্র লালবিহারী দের স্মৃতিও চিরদিন বঙ্গবাসী কর্ত্তৃক সসম্মানে পূজিত হইবে।

জন্মস্থান। বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত তালপুর গ্রামে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে লালবিহারী জন্মগ্রহণ করেন। আমাদিগের দেশে আত্ম-চরিত লিখনের রীতি প্রচলিত না থাকায় কাহারও বাল্যজীবনের ইতিহাস সঙ্কলন সচরাচর দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। লালবিহারীর জীবনী লেখক এ বিষয়ে সৌভাগ্যবান। কারণ তৎসম্পাদিত "বেঙ্গল ম্যাগেজিন" পত্রিকায় প্রকাশিত "Recollections of my School Days" বা 'ছাত্রজীবনের স্মৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে এবং তদ্বিরচিত "Recollections of Alexander Duff" বা 'ডফস্মৃতি' নামক গ্রন্থে, লালবিহারী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বর্ণনাশক্তির প্রয়োগে তাঁহার বাল্যজীবনের এক উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

লালবিহারীর পিতা অতিশয় দরিদ্র ছিলেন; কলি-

কাতায় সামান্য দালালের কার্য্য করিয়া কোনও প্রকারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার পরিবারবর্গ তালপুরেই অবস্থান করিতেন। শারদীয়া পূজার সময়, বৎসরে একমাসের জন্য মাত্র লালবিহারীর পিতা পরিবার বর্গের সহিত সম্মিলিত হইতেন। তিনি মহা বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন—জন্মে কখনও মৎস্য মাংস আহার করেন নাই এবং প্রাতঃস্নানের পর প্রায় একঘণ্টাকাল তুলসীপূজা ও মালাজপ প্রভৃতিতে সময় অতিবাহিত করিতেন ও রাত্রিকালে প্রায় তিনঘণ্টাকাল মালা জপ করিতেন। অহোরাত্র তাঁহার মুখে হরিনাম উচ্চারিত হইত।

প্রাথমিক শিক্ষা। যখন লালবিহারীর বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর তখন তাঁহার পিতা দেশে আসিয়া কিছু অধিককাল অবস্থান করেন। কারণ, তিনি তাঁহার পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে লালবিহারীর পিতা অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। দেবতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ না করিয়া কোনও বড় কাজ আরম্ভ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সুতরাং গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহার পুত্রকে প্রেরণ

করিবার পূর্ব্বে জ্যোতিষিগণকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে শুভক্ষণে পুরোহিত কর্ত্তৃক বাগ্দেবী সরস্বতীর পূজার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। লালবিহারী নববস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক দেবীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলে পরদিন প্রাতে গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের নিকট নীত হন। তালপাতা কলাপাতা প্রভৃতি যথানিয়মে শেষ করিয়া লালবিহারী ৪ বৎসরের মধ্যেই পাঠশালার সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া কাগজে লিখিতে শিখিলেন এবং শুভঙ্করীতেও যথোচিত ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন।

কলিকাতায় আগমন। লালবিহারী নয় বৎসরে পদার্পণ করিলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া ইংরাজী শিক্ষা প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে প্রতি পত্রে লিখিতে লাগিলেন যে, লালবিহারীকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদান না করিলে তিনি উচ্চপদ বা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন না; তিনি স্বয়ং ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত জীবনে উন্নতিসাধনে অসমর্থ হইয়াছেন। লালবিহারীর মাতা লেখাপড়া না জানিলেও লালবিহারীর পিতার যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিন্তু তিনি স্নেহাধিক্যবশতঃ পুত্রের বিদেশগমনে যথেষ্ট আপত্তি করেন। অবশেষে সাধ্বী হিন্দুরমণীর ন্যায় তাঁহাকে স্বামীর মতেই সম্মতি প্রদান করিতে হইল। পুরোহিত ও জ্যোতিষীকে আহ্বান করা হইল। লাল-বিহারীর কোষ্ঠি বিচার করিয়া শুভদিন শুভক্ষণ নিরূপিত হইল। জ্যোতিষী লালবিহারীর জননীকে কহিলেন, "মা, এই দিন অত্যন্ত শুভ, এরূপ শুভদিন আমি পূর্ব্বে কখনও গণনা করি নাই। আপনার পুত্র অত্যন্ত বিদ্বান ও ধনবান হইবেন।" লালবিহারী লিখিয়াছেন তাঁহার যাত্রার পূর্ব্বদিন তাঁহার স্নেহশীলা জননী অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া-ছিলেন, রজনীতে এক মুহূর্ত্তও নয়ন মুদিত করেন নাই, শতবার নিদ্রিত সন্তানকে বক্ষে ধরিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। যথাসময়ে পুরোহিত কর্ত্তৃক যাত্রাকালীন অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হইলে লালবিহারী গৃহদেবতা মদন-মোহনকে প্রণাম করিয়া কলিকাতা যাত্রা করেন।

তৃতীয় দিনে লালবিহারী কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। কলিকাতায় আসিয়াই তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তিনি পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিবার পর তাঁহার পিতা তাঁহাকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

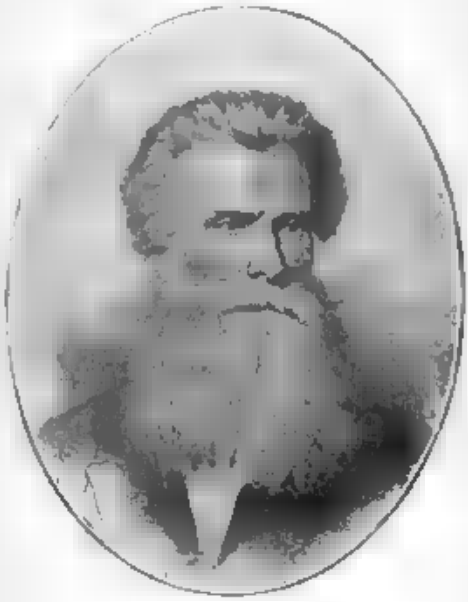

ইংরাজী শিক্ষা। ডফ্ সাহেবের স্কুল। তৎকালে কলিকাতায় চারিটি প্রধান ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল,—হিন্দুকলেজ, জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউশন, স্কুল সোসাইটিজ্ স্কুল বা হেয়ার স্কুল এবং গৌরমোহন আঢ্য প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী। কোন্ বিদ্যালয়ে লালবিহারীকে প্রবিষ্ট করান হইবে তৎসম্বন্ধে মীমাংসায় উপনীত হইতে তাঁহার পিতাকে অধিক চিন্তা করিতে হয় নাই। হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগকে পাঁচ টাকা এবং ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ছাত্রদিগকে তিন টাকা বেতন দিতে হইত। পুত্রের শিক্ষার জন্য মাসে তিন টাকাও ব্যয় করেন লালবিহারীর পিতার অবস্থা এত সচ্ছল ছিল না। পুত্রকে হেয়ার সাহেবের স্কুলে প্রবিষ্ট করাইবার পথেও একটি প্রতিবন্ধক ছিল। হেয়ার সাহেব বাছাই করিয়া ছাত্র লইতেন; লালবিহারী নির্ব্বাচিত হইবেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। সুতরাং ডফ্ কর্ত্তৃক নবপ্রতিষ্ঠিত জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনেই লালবিহারীকে প্রবিষ্ট করান স্থির হইল। তখন "ফিরিঙ্গি কমল বসু"র বাটীতে সংস্থাপিত ডফ্ সাহেবের স্কুলে ছাত্রদিগের নিকট হইতে বেতন লওয়া হইত না এবং অধ্যাপনাও অতি সুন্দর হইত। ডফ্ সাহেব খোঁড়া

খৃষ্টান ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যেই বলিতেন, খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্তই তিনি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দুই বৎসরও হয় নাই ব্রাহ্মণসন্তান কৃষ্ণমোহনকে ডাক্তার ডফ্ খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সুতরাং ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লালবিহারীকে জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইনষ্টিটিউ-শনে প্রবিষ্ট করাইবার সময় তাঁহার পিতার বন্ধুগণ তাঁহাকে এই কার্য্য করিতে বহুবার নিষেধ করিয়াছিলেন। লালবিহারীর পিতা অধিকাংশ হিন্দুর ন্যায় অদৃষ্টবাদী ছিলেন, এবং উত্তরে বলেন, "যদি কালাগোপালের (লালবিহারীর হিন্দুনাম) কপালে লেখা থাকে যে, সে খৃষ্টান হইবে না, ডফ্ সাহেবের সহস্র চেষ্টাও নিষ্ফল হইবে; আর যদি ইহা লেখা থাকে যে, সে খ্রীষ্টান হইবে, তবে আমার সাধ্য কি তাহার অন্যথা করি?"

লালবিহারী দ্বাদশবর্ষকাল জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইনষ্টিটি-উসনে অধ্যয়ন করেন। ডাক্তার ডফ্, ডাক্তার ম্যাকে, ডাক্তার ইউয়ার্ট, মিষ্টার জন ম্যাকডোনাল্ড ও ডাক্তার টমাস স্মিথ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের উপদেশে লালবিহারী যৎপরো-নাস্তি উপকৃত হন। তিনি প্রায় সকল পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করিতেন এবং শেষ তিনবৎসর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুবর্ণ পদক লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রজীবনের

অধ্যবসায় ও পরিশ্রম বঙ্গদেশের সকল ছাত্রের অনুকরণীয়। দরিদ্র লালবিহারী প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি পর্য্যন্ত ক্রয় করিতে পারিতেন না। কোনকালে পাটীগণিত ও বীজগণিতের কোন পুস্তক তাঁহার ছিল না, তিনি বিদ্যালয়েই অঙ্ক শিক্ষা করিতেন। তাঁহার কোনও শিক্ষক কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে একখানি জ্যামিতি পুস্তক ধার দিয়াছিলেন। উচ্চগণিতের পুস্তকাদি লালবিহারী সহপাঠীদিগের নিকট হইতে ধার করিয়া স্বহস্তে নকল করিয়া লইতেন। ইংরাজী সাহিত্যে জ্ঞান লাভের জন্য লালবিহারী একটি সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কয়েক আনা পয়সা দিয়া তিনি এক ফিরিওয়ালার নিকট হইতে একখানি অসম্পূর্ণ ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান ক্রয় করিয়াছিলেন। উহাতে আদ্যক্ষর "A" মোটেই ছিল না। এই অভিধানের সাহায্যে তিনি ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করেন। এই পুস্তক-বিক্রেতার নিকট হইতে কয়েকটী পয়সা দিয়া তিনি হিউমের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসের একখণ্ড ক্রয় করেন। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া তিনি আবার উহার পরিবর্ত্তে বিখ্যাত প্রবন্ধ লেখক এডিসনের 'স্পেক্টেটর' একখণ্ড গ্রহণ করেন ও পরে সেখানি পাঠ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আর একখানি পুস্তকের একখণ্ড গ্রহণ করেন। এইরূপে আর এক কপর্দ্দকও ব্যয় না

করিয়া একখানি পুস্তকের বিনিময়ে নূতন একখানি পুস্তক গ্রহণ, ও তদ্বিনিময়ে অপর একখানি পুস্তক গ্রহণ, এইরূপ উপায়ে লালবিহারী ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের সহিত পরিচয় লাভ করেন। পুস্তকগুলি অসম্পূর্ণ হইলেও জ্ঞানপিপাসু লালবিহারী আগ্রহের সহিত সেগুলি পাঠ করিতেন। পুস্তক-বিক্রেতা বোধ হয় দরিদ্র বালকের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়াই এইরূপ পুস্তক বিনিময়ে সম্মত হইয়াছিল নতুবা সকল গ্রাহক লালবিহারীর মত হইলে তাহার জীবিকানির্ব্বাহ অসম্ভব হইত।

ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে লালবিহারীর পিতৃবিয়োগ ঘটে, এবং লালবিহারী তাঁহার এক জ্ঞাতি ভ্রাতার আশ্রয়ে অতিকষ্টে কাল যাপন করিতে বাধ্য হন। হিন্দু কলেজে অনেকগুলি বহুমূল্য ছাত্রবৃত্তি প্রদত্ত হইত। হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হইলে এবং এইরূপ একটি বৃত্তি পাইলে লালবিহারীর কোনও কষ্ট হইত না। কিন্তু হিন্দু কলেজের বেতন প্রদান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। হেয়ার স্কুলের শ্রেষ্ঠ ছাত্রগণ স্কুলের খরচে হিন্দু কলেজে পড়িতে পাইতেন। লালবিহারী হেয়ার স্কুলে প্রবেশ লাভের জন্য সচেষ্ট হইলেন।

কিন্তু লালবিহারীর চেষ্টা ফলবতী [redacted] নাই। ঔদাসীন্য-

ধর্ম্ম প্রচারকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ের "বাইবেল পড়া ছেলে" হিন্দু ছাত্রগণকে নষ্ট করিবে এই আশঙ্কায় হেয়ার সাহেব লালবিহারীকে স্বীয় বিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করিতে দিলেন না। তখন হিন্দু বালকগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারকল্পে হেয়ার সাহেব কিরূপ যত্ন লইতেন এই ব্যাপার হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। পাছে হেয়ার স্কুলের কোনও ছাত্র খ্রীষ্টধর্ম্মে অনুরক্ত হয় ও ফলে হিন্দুবালকগণের অভিভাবকগণ তাহাদিগকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদানে পরাঙ্মুখ হন সেই জন্য খৃষ্টান ডেভিড্ হেয়ারের এই অখৃষ্টানোচিত ব্যবহার ■ তাঁহার মহত্ত্বের ও ভারতপ্রীতির কতদূর পরিচয় প্রদান করে তাহা আর বলা নিষ্প্রয়োজন। লালবিহারী হেয়ার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলে উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল কৌতূহলী পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

"মহাশয়, আমার ইচ্ছা আমি আপনার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করি।"

"তুমি কোন্ বিদ্যালয়ে পড় ?"

"আমি এক্ষণে জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিসনে পড়িতেছি।"

ডেভিড্‌ হেয়ার

"তুমি কি কি পুস্তক পড়িতেছ?"

"আমি মার্শম্যানের ইতিহাস, লেনীর ইংরাজী ব্যাকরণ, ভূগোল, জ্যামিতি (২য় খণ্ড), বাইবেল এবং বাঙ্গলা পড়িতেছি।"

"তুমি জ্যামিতির সপ্তম প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে পার? বোর্ডে গিয়া বুঝাইয়া দাও দেখি?"

(লালবিহারী প্রতিজ্ঞাটি প্রমাণ করিলে হেয়ার সাহেবের সহিত পুনরায় কথোপকথন হইল।)

"তুমি বেশ শিক্ষালাভ করিতেছ দেখিতেছি; তুমি কেন জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউসন হইতে চলিয়া আসিতে চাও?"

"লোকে বলে আপনার বিদ্যালয়ে আরও ভাল পড়া হয়, বিশেষতঃ, আমি আপনার স্কুল হইতে হিন্দুকলেজে যাইবার বাসনা করি।"

"জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউসনে নিশ্চয়ই খুব ভাল পড়া হয়, ডাক্তার ডফ মিষ্টার ক্যাথেল নামক একজন নূতন ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়াছেন।"

"জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টীটিউসনে ক্যাথেল নামে কেহ নাই, বোধ হয় আপনি মিষ্টার ম্যাকডোনাল্ডের কথা বলিতেছেন?"

"হাঁ, হাঁ, মিষ্টার ম্যাকডোনাল্ড, সকলে বলে তিনি বেশ বিচক্ষণ লোক। আচ্ছা তুমি যে বিদ্যালয়ে পড়িতেছ সেই খানেই থাক।"

"না মহাশয়; অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে আপনার স্কুলে লউন।"

"তুমি বাইবেল পড়—তুমি অর্দ্ধেক খ্রীষ্টান। তুমি কি আমার ছাত্রদিগকে নষ্ট করিবে?"

"আমাদিগের বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক বলিয়াই আমি বাইবেল পড়ি—বাইবেলের ধর্ম্মে আমার বিশ্বাস নাই। আমি আপনার ছাত্রগণের ন্যায় হিন্দু—খ্রীষ্টান নহি।"

"মিষ্টার ডফের সব ছাত্রই অর্দ্ধেক খৃষ্টান। আমি তাহাদিগের কাহাকেও আমার স্কুলে লইব না। আমি তোমাকে লইব না—তুমি অর্দ্ধেক খ্রীষ্টান—তুমি আমার ছেলেদের খারাপ করিবে।"

লালবিহারী অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। ডেভিড হেয়ারের এক উত্তর—"তুমি অর্দ্ধেক খ্রীষ্টান,—তুমি আমার ছেলেদের খারাপ করিবে।"

অগত্যা লালবিহারীকে জেনারেল এসেমব্লিস ইন্‌ষ্টিটিউসনে পাঠ সমাপ্ত করিতে হইল।

খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ। উনবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে লালবিহারী ডাক্তার ডফ কর্ত্তৃক খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। লালবিহারী মধুসূদনের ন্যায় "সাহেব" সাজিবার জন্য খ্রীষ্টান হন নাই বা কৃষ্ণমোহনের ন্যায় হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই। ডাক্তার ডফ প্রভৃতির উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া, বাইবেলখানি সযত্নে পাঠ করিয়া, বাইবেলের ধর্ম্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাসলাভ করিয়া লালবিহারী খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালেই হিন্দু লালবিহারী খৃষ্টধর্ম্ম বিষয়ক দুইটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া বিদ্যালয়স্থ অন্যান্য সমস্ত ছাত্র অপেক্ষা স্বীয় খৃষ্টীয়ধর্ম্ম-শাস্ত্রজ্ঞানের আধিক্য প্রতিপন্ন করিয়া দুইটি পুরস্কারও লাভ করিয়াছিলেন। লালবিহারীর হিন্দুধর্ম্মত্যাগকালে তাঁহার স্নেহময়ী মাতৃদেবী জীবিতা ছিলেন। সুতরাং বিবেকানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন করিতে লালবিহারীকে কতদূর আত্মত্যাগ করিতে হইয়াছিল তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের পর গৃহে প্রত্যাগমনের কি করুণ চিত্রই তিনি স্বয়ং অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।—

"When I stood before the door of my own home, to me as familiar as the face of

an old friend, instead of being greeted with rejoicings, I was welcomed with cries and tears. The report of my coming had gone forth before I reached the village, and the whole neighbourhood had come out to greet me. On every side nothing was seen or heard but lamentation, mourning and woe. Scenes like these—scenes created by causes little understood by foreigners on account of their connection with the inner texture of Hindu manners—occur to every native convert, and constitute, after all, his chief privation, and the influence of which is felt by him more than the loss of the wealth of Ormuz, India or the late discovered Eldorado of California."

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লালবিহারী মিষ্টার ডফের মিশনে ক্যাটেকিষ্ট নিযুক্ত হন ও পরে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মোপদেশকের পদে অভিষিক্ত হইয়া কালনার মিশনে পাদরী নিযুক্ত হন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে

ফ্রীচার্চের পাদরী নিযুক্ত হন। কালনায় অবস্থানকালে তাঁহার সাহিত্য-সেবার সুযোগ উপস্থিত হয়। খৃষ্টীয় ধর্ম-বিষয়ক বক্তৃতা বা প্রবন্ধাদির আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। এই সকল বক্তৃতা বা প্রবন্ধাদি তাঁহার ধর্মপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করিলেও সাহিত্যে স্থায়ী স্থানলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহার একটি খৃষ্টধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ কিরূপে তাঁহার পারিবারিক জীবনের একটি প্রধান ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

বিবাহ। এতদ্দেশে খৃষ্টধর্মবিস্তারবিষয়ক পুস্তকাদি দেখিয়া লালবিহারী গুজরাটনিবাসী পার্শী খৃষ্টান রেভারেণ্ড হরমাসজি পেষ্টনজি ও তাঁহার বিদুষী কন্যার নামের সহিত পরিচিত হন। পরে হরমাসজির সহিত লালবিহারীর ধর্মবিষয়ক পত্রব্যবহার আরম্ভ হয়। লালবিহারী তাঁহার খৃষ্টধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি হরমাসজিকে প্রেরণ করিতেন। কোনও পার্শী বন্ধুর মধ্যস্থতায় লাল-বিহারীর সহিত হরমাসজির কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ উত্থাপিত হয়। লালবিহারী হরমাসজির কন্যার বিবিধ গুণগ্রাম শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই বিবাহের প্রস্তাবে কন্যার পিতার কোনও আপত্তি ছিল না। তিনি কন্যার সম্মতি

পাত্রের জন্য লালবিহারীকে গুজরাটে আহ্বান করেন। অর্থাভাব বশতঃ লালবিহারী তৎকালে সেই দুর্গম প্রদেশে যাইতে পারেন নাই। কয়েক বৎসর পরে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া তিনি তথায় যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া হরমাসজির নিকট পত্র লেখেন। কিন্তু তখন সিপাহী বিদ্রোহের গোলমালে পত্রখানি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছায় নাই। এদিকে হরমাসজির নিকট হইতে পত্রের উত্তর না পাইয়া লালবিহারী স্থির করিলেন যে, ইতোমধ্যে তাঁহার কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। উভয়ের মধ্যে পত্রব্যবহার বন্ধ হইল।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে লালবিহারী Searchings of the Heart নামে একটি ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা প্রকাশিত করেন। কিছুকাল পরে উহার একখণ্ড হরমাসজিকে প্রেরণ করেন। হরমাসজি উহার যথোচিত প্রশংসা করিয়া পত্র লিখেন এবং লালবিহারী এতদিন কেন তাঁহাকে পত্র লিখেন নাই তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তবে লালবিহারী জানিতে পারিলেন যে, পত্রের গোলমালে তিনি হরমাসজির সংবাদ পান নাই এবং তাঁহার বিদুষী কন্যা তখনও অবিবাহিতা আছেন। অতঃপর লালবিহারী কালবিলম্ব না করিয়া কুমারী হরমাসজীর সহিত আলাপ করেন এবং

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জর প্রদেশের অন্তর্গত গোগো নগরে তাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। লালবিহারীর পত্নী সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার যোগ্যা এবং পাতিব্রত্য ধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী ছিলেন। স্বামীর সকল সৎকার্য্যে তিনি তাঁহার সাহায্যকারিণী ছিলেন।

অরুণোদয়। কলনায় অবস্থান কালে লালবিহারী 'অরুণোদয়' নামে একখানি বাঙ্গালা মাসিক পত্রের প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার সম্পাদকতায় উহা তৎকালে অল্প সমাদর প্রাপ্ত হয় নাই।

ইংরাজী সাহিত্যের সেবা। ইংরাজী সাহিত্যের চর্চ্চা ও সাহিত্যসেবার দিকে লালবিহারীর প্রথমাবধিই একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। অধুনা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ইংরাজী সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ অসম্ভব ও ইংরাজী সাহিত্যসেবা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে আপনাদিগের সমস্ত শক্তিপ্রয়োগ করিতেছেন। ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। কিন্তু অনেকের মুখে এরূপ শুনা যায় যে, এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম যুগে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মাতৃভাষার সেবা না করিয়া ইংরাজী সাহিত্যের সেবা করিয়া বিষম

ভুল করিয়াছিলেন। আমরা এরূপ মন্তব্যের সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিতে অসমর্থ। বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ মাতৃভাষায় "সন্ন্যাসী" শব্দ লিখিতে বানান ভুল করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা হাসিতে পারি, কিন্তু জাতীয় জীবনের সেই যুগ-পরিবর্ত্তন-কালে যাঁহার ওজস্বিনী ইংরাজী বক্তৃতা ও অকাট্যযুক্তিপূর্ণ ইংরাজী প্রবন্ধাদি রাজার সহিত প্রজার সম্বন্ধ দৃঢ় করিয়াছিল, প্রজার অভাব ও অভিযোগ রাজার নিকট উপস্থাপিত করিয়া সে সকলের প্রতিকারের উপায় করিয়া দিয়াছিল, তাঁহার ইংরাজী সাহিত্যচর্চ্চা কখনও নিন্দনীয় হইতে পারে না। 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' সম্পাদক কালীপ্রসাদ ঘোষ, 'হিন্দুপেট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-সম্পাদক কিশোরীচাঁদ মিত্র, 'বেইস এণ্ড রায়ত'-সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজনীতিবিশারদ কৃষ্ণদাস পাল, সুপণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনীষীরা ইংরাজীভাষাজ্ঞানের দ্বারা দেশের কত উপকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহারা তাহা অবগত আছেন তাঁহারা কখনও তাঁহাদিগের ইংরাজী সাহিত্য চর্চ্চা নিষ্প্রয়োজন ছিল বলিবেন না। এখনও ইংরাজীতে অভিজ্ঞ জননায়ক না থাকিলে

আমাদিগের চলে না। বাস্তবিক ইংরাজী আমাদিগের রাজভাষা বলিয়া উহার চর্চ্চা আমাদিগের নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

লালবিহারী অল্প বয়স হইতেই ইংরাজী প্রবন্ধাদি রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

কলিকাতা রিভিউ। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে স্যর জন কে 'কলিকাতা রিভিউ' নামক সুবিখ্যাত ত্রৈমাসিক পত্রের প্রবর্ত্তন করেন। প্রথম ত্রিশ বৎসর কাল উহা যেরূপ অসাধারণ যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইয়াছিল এদেশের সাময়িক পত্রের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভার সম্মিলনের উপর 'কলিকাতা রিভিউয়ের' প্রতিষ্ঠা। স্যর জন কে, ডাক্তার আলেক্‌জাণ্ডার ডফ্, স্যর হেনরী লরেন্স, কর্ণেল ম্যালিসন প্রভৃতির সহিত 'কলিকাতা রিভিউ'-এর প্রবন্ধলেখক বলিয়া যে সকল শিক্ষিত বঙ্গবাসী উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, ভোলানাথ চন্দ্র এবং রামবাগানের দত্তগণ উল্লেখযোগ্য।

স্যর জন উইলিয়ম কে, কে·সি·এস·আই

লালবিহারীর শিক্ষাগুরু রেভারেণ্ড ডাক্তার টমাস স্মিথের সম্পাদনকালেই লালবিহারী 'ক্যালকাটা রিভিউয়ের' নিয়মিত লেখক হন এবং ১৮৫১-২ খৃষ্টাব্দেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। যথা—

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে—"চৈতন্য এবং বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ।"

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে—"বাঙ্গালীর ক্রীড়া কৌতুক।"

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে—"বাঙ্গালীর পর্ব্বদিন।"

চৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে লালবিহারী লিখিয়াছেন :—

"The system of Chaitanya is an important innovation on Hinduism. It is interesting to contemplate, as an index of the march of religious ideas. It contains the germs of certain religious truths. There is a tendency in it to universal diffusion. This is an important idea in religion. It was lost sight of by the ancient religionists of India. Like the

esoteric and exoteric doctrines of the Greek philosophers, the Hindus had, and still have, one religion for the lettered few, and another for the ignorant many. The Gyan Kanda contains the theology of intellectual men, and the Karma Kanda that of the illiterate multitude. The transcendental theosophy of the priestly class is quite different from the mythical religion of the people. This want of a fellowship in religious interest between men of culture and the unthinking multitude is repudiated by Chaitanya. His system encourages no monopoly of religious knowledge. It places the same doctrines before learned and unlearned men. It has no mysteries into which all its votaries may not be initiated. Its simplicity is another important peculiarity. This, too is a move in the right direction. Unlike the metaphysical abstractions, refined subtleties, and hair-

splitting distinctions of the Vedanta, all which pre-eminently unfit it to be the religion of a whole nation, the doctrines of Chaitanya are simple and level to the comprehension of the meanest capacity. Unlike, too, the multitudinous rites and ceremonies prescribed in the Hindu rituals, it proclaims the omnipotence of one principle, and the vast efficacy of one religious duty. In insisting on Bhakti, as a *Sine qua non* of personal religions, it has made a faint approximation to faith, that prolific principle of the Christian revelation. It has brought out a new element in the natural history, so to speak, of religious feeling. In opposition to the cold, intellectual and abstract idea of religion, which the Vedanta proposes, and the totally external view, which the popular superstition gives of it, Chaitanya lays much stress on the affections and sen-

sibilities as constituting a great part of religion. We say not that the aspect, in which the system under review regards religion, is not external; for that much of it is so in a very gross sense, will be evident from what we have already written. But yet it is delightful to observe that the heart, with its affections and feelings, has not been entirely thrown aside. We regard the system of Chaitanya as an interesting development of the religious consciousness of India, It is a sign of the times, and an index of the march of liberal ideas in religion."

বাঙ্গালীর 'ক্রীড়া কৌতুক' প্রবন্ধে বাঙ্গালীর বিবিধ প্রকার ক্রীড়াকৌতুকের মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

'বাঙ্গালীর পর্ব্বদিন' শীর্ষক প্রবন্ধে বিবিধ পর্ব্বোৎসবের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই প্রবন্ধের শেষভাগে লাল-বিহারী লিখিয়াছিলেন যে, যখন এই সকল উৎসবে নানা প্রকার কুৎসিত আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান হয়, তখন এই

সকল পর্ব্বদিনে আফিসের ছুটী বন্ধ করিয়া এই সকল অনুষ্ঠান অগ্রাহ্য করা সরকারের উচিত। কেরাণীকুলের সৌভাগ্যক্রমে গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই।

বেথুন সভা। কেবল সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াই লালবিহারী যশস্বী হন নাই। তিনি তৎকালীন বহু সাহিত্যসভার সহিত প্রধান সভ্যরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সকল সভার মধ্যে বেথুন সভার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর তারিখে মেডিক্যাল কলেজের তৎকালীন সম্পাদক ডাক্তার এফ্ জে, মৌএট মহোদয়ের চেষ্টায় শিক্ষা কৌন্সিলের সভাপতি চির-স্মরণীয় ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের স্মরণার্থ এই সাহিত্যসভা সংস্থাপিত হয়। লালবিহারী এই সভায় বহু জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছিলেন। নিম্নে কয়েকটী প্রধান প্রবন্ধের তালিকা সন্নিবিষ্ট হইল।

(১) Vernacular Education in Bengal (বঙ্গে মাতৃভাষা শিক্ষা)—১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পঠিত।

(২) English Education in Bengal (বঙ্গে ইংরাজীভাষা শিক্ষা)—১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে পঠিত।

(৩) Primary Education in Bengal (বঙ্গে

প্রাথমিক শিক্ষা)—১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই ডিসেম্বর দিবসে পঠিত।

(৪) Teaching of English Literature in the Colleges of Bengal—(বঙ্গদেশীয় কলেজ সমূহে ইংরাজী-সাহিত্য-শিক্ষার প্রণালী) ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ্চ পঠিত।

(৫) All about the Parsis (পার্শীদিগের বিবরণ) —১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ২৫শে মার্চ্চ পঠিত।

(৬) The Rev. John Wilson পাদরী জন উইলসনের জীবন কথা—১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ২৪শে ফেব্রুয়ারি দিবসে পঠিত।

এতদ্ব্যতীত ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বেথুন সভার তৎকালীন সভাপতি ডাক্তার ডফের ভারতত্যাগ কালে সভার যে বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল লালবিহারী তাহাতেও যে সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য। উপরিলিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রথম দুইটি দুষ্প্রাপ্য; বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা শীর্ষক প্রবন্ধটি বেথুন সোসাইটীর কার্য্য বিবরণীতে এবং পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি লালবিহারী দে সম্পাদিত "বেঙ্গল ম্যাগে-

জিন" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরে প্রদত্ত হইবে।

সমাজ-বিজ্ঞান সভা। কুমারী মেরী কার্পেণ্টারের প্রস্তাবানুসারে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় Bengal Social Science Association বা বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞানসভা প্রতিষ্ঠিত হইলে লালবিহারী এই সভার সভ্য হন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ১৯শে জানুয়ারি দিবসে এই সভায় তিনি Compulsory Education in Bengal শীর্ষক একটি মনোহর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি প্রস্তাব করেন যে যেহেতু বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে দরিদ্র সন্তানগণের শিক্ষার তাদৃশ ব্যবস্থা নাই আমাদের উচিত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা যে দেশের সর্ব্বত্র বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া পিতামাতাকে তাহাদিগের পুত্রসন্তানগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে বাধ্য করা হউক—

"We have therefore, no other alternative than to have recourse to the system of compulsory education, and to request the Government to establish schools throughout the country and to compel every parent to send his male children

to them for instruction. I say male children, for, unfortunately, so dense is the ignorance of the people that an order compelling every girl to be educated would meet with the most violent opposition. But it is some consolation to remember that, when all the boys of the country are educated, the education of girls will not be long delayed.

এই প্রবন্ধ পাঠের পর রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ, বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু শ্যামাচরণ সরকার, মিষ্টার মতিলাল মিত্র, ডাক্তার সূর্য্য শুভির চক্রবর্ত্তী, বাবু মহেন্দ্রলাল ঘোষ, বাবু চন্দ্রনাথ বসু, মিষ্টার এউচ উড্রো এবং মিষ্টার ডব্লিউ এস এটকিন্সন বহুক্ষণ এই প্রবন্ধের আলোচনা করেন।

"ইণ্ডিয়ান রিফর্মার।" বোধ হয় ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে লালবিহারী Indian Reformer (ভারত সংস্কারক) নামক একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রে সমাজ সংস্কার বিষয়ক বহু প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। দুঃখের বিষয় ইহা অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই।

'ফ্রাইডে রিভিউ'। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে লাল-বিহারী 'Friday Review' নামে আর একখানি সংবাদ-পত্রের সৃষ্টি করেন। এই পত্রখানি দেশের তাদৃশ উপকার [redacted] করিলেও লালবিহারী সাংসারিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতির কারণ হইয়াছিল। সে কথা নিম্নে বলিতেছি।—

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা প্রদেশে যে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয় সেরূপ দুর্ভিক্ষ আমাদের দেশে অতি অল্পই হইয়াছে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে এই প্রদেশের অর্দ্ধেক লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট স্যর সিসিল বীডনের দীর্ঘ-সূত্রতার ফলেই এত প্রাণনাশ হইয়াছিল। দেশীয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত বহু সংবাদপত্র বহুদিন হইতে এ বিষয়ে লাট বাহাদুরের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতেছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল-সম্পাদিত 'হিন্দুপেট্রিয়ট' এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ-সম্পাদিত "বেঙ্গলী" শত চেষ্টায়ও ছোটলাট বাহাদুরকে যথাসময়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে পারেন নাই। দরিদ্র প্রজাগণের চিরবন্ধু পরদুঃখকাতর গিরিশচন্দ্র "বেঙ্গলী"তে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্যর সিসিলের কার্য্যের এইরূপ তীব্র সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন :—

স্তর সিসিল বীডন

LIBRARY

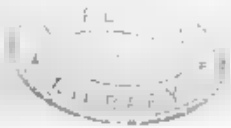

"We certainly did not look and hope for large administrative measures from a man of Sir Cecil Beadon's stamp who, to say the most, is a thorough-bred secretary, but as we had our doubts whether a good secretary ever made a good administrator, we were not very sanguine in our expectations when his nomination to the post was first announced. As successor to Sir John Peter Grant, we felt assured that the administration of Sir Cecil Beadon would not, and possibly could not, be a very brilliant or successful one. Of this, however, we felt confident, that, successful or unsuccessful, he would at least strive to keep pace with the times, that in the midst of dangers and difficulties, he would at least show a semblance of earnestness to meet the evil boldly in the face, and that he would not altogether in such critical times, undeserve the confid-

ence of the people as one possessed, if not of vast original resources, at least of that strength of mind, sincerity of purpose and common humanity which will carry him safely across the troubled waters. In this, too, we have been disappointed. Sir Cecil Beadon is not an original or a vigorous administrator and he never will be. He is a clever precis-writer and that is what we shall ever expect him to remain. When the famine will have done its work, when the whole country will have been strewed, with the dead bodies of starved men, women and children, when whole villages will have been depopulated, and entire races will have become extinct, then and not till then will the powers of Sir Cecil Beadon for harrowing narratives and graphic sketches be called into play. In our issue of the 21st ultimo we pointed out that there are now in Calcutta no less than

thirty thousand houseless strangers who wander about in the streets, mothers leaving their infants by the wayside to perish and to be eaten by dogs and jackals, husbands forsaking their dying wives and leaving them to the tender mercies of the adjutants and vultures of the burning ghats, and urged upon Government. the necessity of taking immediate steps for the erection of temporary houses of refuge,not with an eye to the health and comfort only of the famished people who have come from the famine districts, but to the health of the native population of Calcutta at whom epidemic diseases are already staring in the face. Calcutta was never in so great a danger as at the present moment. And yet, dead to all feelings of humanity, heedless of the calls of duty, the Lieutenant Governor leaves us most unceremoniously to take

care of ourselves and of the swarming pauper population that have crept into our city in the best way we can, for a luxurious and comfortable retreat in the hills, isolated from the cares of the Government entrusted to his charge. If ill health really be his plea, why not act boldly and independently by resigning at once the reins of administration in favor of some one who may be both willing and able to do his duty." *

বাস্তবিকই দেশের এই ভীষণ অবস্থা ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল, এবং পার্লিয়ামেণ্ট ভারত গবর্মেণ্টের কৈফিয়ত চাহিয়াছিলেন। ভারত

* "বঙ্গসম্পাদিত Selections from the Writings of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of the Hindoo Patriot and the Bengalee" নামক গ্রন্থে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ বিষয়ক আরও কয়েকটি এইরূপ প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট কমিশন নিযুক্ত করিয়া এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং কমিশনের রিপোর্ট পাইয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের উপর তীব্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এ ব্যাপারে কেবলমাত্র কমিশনর এবং বোর্ড অব্ রেভিনিউই তিরস্কৃত হন নাই, এরূপ মহাসঙ্কট সময়ে ছোটলাট বাহাদুরও এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দেন নাই বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। বড়লাট বাহাদুর লিখিয়াছিলেন, "We find ourselves unable to speak with satisfaction or approval of the mode in which the emergency was met by the Lieutenant Governor."

বিলাতে হাউস অব কমন্স সভায় স্যর সিসিলের কার্য্য তীব্রভাবে সমালোচিত হইয়াছিল। তদানীন্তন সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ স্যর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট বক্তৃতার উপসংহারে বলেন, "This catastrophe must always remain a monument of our failure, a humiliation to the people of the country, to the Government of this country and to those of our Indian officials of whom we had been perhaps a little proud."

যখন সমগ্র দেশ ছোটলাট বাহাদুরের কার্য্যে মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছিল, সেই সময়ে লালবিহারী দে তাঁহার Friday Review পত্রে স্যর সিসিলের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহাতে লালবিহারী তদানীন্তন বঙ্গসমাজের বিরক্তিভাজনও হইয়াছিলেন।

শিক্ষাবিভাগে প্রবেশলাভ। সে যাহা হউক, স্যর সিসিল বীডন তাঁহার পক্ষসমর্থক লালবিহারীকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিলেন। তিনি শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষের নিকট সুপারিষ করাতে লালবিহারী বহরমপুর কলিজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। দেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য লালবিহারীর অসাধারণ আগ্রহ ছিল এবং সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ তাঁহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল; এক্ষণে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অপূর্ব্ব সুযোগ ঘটিল।

বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে লালবিহারী "বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা" নামক একটী প্রবন্ধ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করেন। এই প্রবন্ধটী বেথুন সভায় পঠিত হইয়াছিল। পুস্তিকাখানি ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি স্যর জন লরেন্সের নামে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল।

কারণ, স্যর জন লরেন্স এদেশে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন এবং বেথুন সভায় যে অধিবেশনে লালবিহারীর প্রবন্ধ পঠিত হয় সেই অধিবেশনে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রবন্ধ-পাঠককে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে লালবিহারী এদেশে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় জমিদারগণকে তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন। ইহাতে তিনি যে অকাট্য যুক্তি ও চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহা সর্বজন-প্রশংসিত হইয়াছিল।

গোবিন্দ সামন্ত বা বঙ্গীয় কৃষকের জীবন-ইতিহাস। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়ার বিদ্যোৎসাহী জমিদার স্বনামধন্য জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "বাঙ্গালার শ্রমজীবিগণের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবন" সম্বন্ধে বাঙ্গালা বা ইংরাজী ভাষায় রচিত সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য ৫০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। লালবিহারী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। কিন্তু দুইজন পরীক্ষক ইংলণ্ডে গমন করায় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রেরিত প্রবন্ধগুলি পরীক্ষিত হয় নাই। ঐ বৎসরের মধ্যভাগে লালবিহারীর

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় এবং লালবিহারীকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রদত্ত হয়। লালবিহারী এই প্রবন্ধে আরও তিনটি অধ্যায় সংযুক্ত করিয়া 'গোবিন্দ সামন্ত' নামে উপন্যাসাকারে প্রকাশিত করেন। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার' সম্পাদক ডাক্তার মার্জ্জ শিথ, হাইকোর্টের তদানীন্তন অন্যতম বিচারপতি মাননীয় জে, বি, ফিয়ার এবং সংস্কৃত ভাষার সুপণ্ডিত আচার্য্য ই, বি, কাউএল মহোদয়গণ এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সংশোধনে সাহায্য করিয়াছিলেন। পুস্তকখানি পুরস্কার-প্রদাতা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নামে উৎসৃষ্ট হয়। এই পুস্তকখানি পরে Bengal Peasant Life বা বঙ্গীয় কৃষকের জীবনেতিহাস নামে সুপরিচিত হয়। এই পুস্তকের বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং বোধ হয় আর কোন বাঙ্গালীর ইংরাজী মৌলিক রচনার এরূপ আদর [redacted] নাই।" এই পুস্তকখানি কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্ব্বজনপ্রশংসিত হইয়াছিল এবং অনন্য-সাধারণ প্রতিভার অধিকারী জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক চার্লস্ ডারউইন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পুস্তকের ইংরাজ প্রকাশকগণকে স্বহস্তে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিতে সকল বাঙ্গালীই গৌরব অনুভব করিবেন। তিনি লিখিয়াছিলেন,—

আচার্য্য ই. বি. হাউএল

"I see that the Rev. Lal Behari Day is Editor of the 'Bengal Magazine' and I shall be glad if you would tell him, with my compliments, how much pleasure and instruction I derived from reading a few years ago, his novel, Govinda Samanta."

বস্তুতঃ দরিদ্র বাঙ্গালী কৃষকের ঘরের কথা সহানুভূতি-পূর্ণ হৃদয় লইয়া আর কেহই এরূপ সুন্দরভাবে বিবৃত করিতে সমর্থ হন নাই।

হুটেকলাস রাজবাটী হইতে সত্যবাদী ঘোষাল এই পুস্তকখানির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

পদোন্নতি। বহরমপুর হইতে লালবিহারী হুগলী কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে স্থানান্তরিত হন। গুণগ্রাহী লেফটেনান্ট গবর্ণর স্যর রিচার্ড টেম্পল লাল-বিহারীকে লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার Bengal Peasant Life এ তিনি যে অপূর্ব্ব রচনাক্ষমতা এবং ইংরাজী ভাষায় পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাই তাঁহার শিক্ষাবিভাগে পদোন্নতির কারণ।

বেঙ্গল ম্যাগেজিন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের অগষ্ট মাস হইতে লালবিহারী Bengal Magazine নামক একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রের প্রবর্ত্তন করেন। ইহার পূর্ব্বে যে শিক্ষিত দেশবাসী কর্ত্তৃক পরিচালিত ইংরাজী মাসিকপত্র প্রবর্ত্তিত হয় নাই এমন নহে, কিন্তু কোনও পত্রই অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। রামগোপাল ঘোষের জীবনচরিত প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গ্রন্থের প্রণেতা সুলেখক কৈলাসচন্দ্র বসু তাঁহার সতীর্থ গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহায়তায় ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে Literary Chronicle নামে যে মাসিক পত্রের প্রবর্ত্তন করেন তাহা কয়েক বৎসর প্রকাশিত হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস পাল ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ছাত্রাবস্থায় পরিচালিত Calcutta Monthly Magazineএর তিন সংখ্যার অধিক প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কৃতবিদ্য বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত Calcutta Monthly Review বোধ হয় পাঁচ সংখ্যার অধিক প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সুপণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরাজী লেখকগণের সহায়তায় Mookerjee's

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

Magazine নামে যে সুন্দর মাসিকপত্র বাহির করিয়াছিলেন তাহাও পাঁচ সংখ্যা বাহির হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে শম্ভুচন্দ্র নব পর্য্যায়ে Mookerjee's Magazine বাহির করিলে অগষ্ট মাসে লালবিহারী তাঁহার Bengal Magazine বাহির করেন। 'বেঙ্গল ম্যাগেজিন' মুখার্জ্জীর ম্যাগেজিনের ন্যায় উৎকর্ষ লাভ না করিলেও উহার অপেক্ষা দীর্ঘজীবী হইয়াছিল। তৎকালে দেশবাসিগণের মধ্যে ইংরাজী মাসিক পত্রের পাঠক সংখ্যা অল্প থাকায় এ সকল অনুষ্ঠানে লাভের কোনই সম্ভাবনা থাকিত না, বরঞ্চ পরিচালকগণের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকিত। বেঙ্গল ম্যাগেজিনে উৎকৃষ্ট লেখকের এবং সুপাঠ্য প্রবন্ধের অভাব ছিল না। মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'চৈতন্যের জীবনকথা' এবং 'প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত', নবাগত সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্তের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ও 'বঙ্গীয় কৃষককুলের অবস্থা', রমেশচন্দ্রের সহোদর যোগেশচন্দ্র দত্তের 'কাশ্মীরের ইতিহাস', কুমারী তরু ও অরু দত্তের কবিতা, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী এবং সর্ব্বোপরি সম্পাদকের মনোহর সন্দর্ভাদি বেঙ্গল ম্যাগেজিনের

পত্রগুলি অবলম্বন করিয়াছিল। লালবিহারীর কয়েকটী প্রবন্ধের নাম এস্থলে সন্নিবিষ্ট হইল।

১। The late Babu Kissory Chand Mittra —মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্রের সুন্দর চরিত্র-চিত্র :

২। Recollections of my Schooldays—লালবিহারীর ছাত্রজীবনের স্মৃতি-কথা—অতি সুন্দর।

(৩) Teaching of English Literature in the Colleges of Bengal—এই প্রবন্ধটি বেথুনসভায় পঠিত হইয়াছিল। ইহাতে তৎকালীন শিক্ষা-প্রদান-প্রণালীর বিবিধ দোষ আলোচিত হয়।

(৪) All about the Parsis—ইহাও বেথুনসভায় পঠিত হইয়াছিল। ইহাতে পার্শীগণের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

(৫) Life and Labors of Dr. Carey—চিরস্মরণীয় উইলিয়ম কেরীর সুন্দর জীবন চরিত। ইহা মিশনারি প্রার্থনা-সমাজে পঠিত হইয়াছিল এবং মার্শম্যানের কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের বিখ্যাত জীবনচরিত প্রকাশের বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

(৬) The Rev. John Wilson—সুলিখিত চরিত-কথা। এই প্রবন্ধও বেথুনসভায় পঠিত হইয়াছিল।

(৭) Folk Tales of Bengal—এই বাঙ্গালা উপকথাগুলি পরে সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা। এতদ্ব্যতীত লালবিহারী 'বেঙ্গল ম্যাগেজিনে' রীতিমত বাঙ্গালা পুস্তকের নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সমালোচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি সুনীতি ও সুরুচি সঙ্গত পথে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে 'কলিকাতা ঐতিহাসিক সমিতি' (Calcutta Historical Society) কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'Bengal Past and Present' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্রাবলীর একস্থানে লিখিত আছে যে লালবিহারী তাঁহার 'বিষবৃক্ষে'র অতি কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। আমরা ঐ সমালোচনা পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের এই অনুযোগের সমর্থন করিতে পারি না। লালবিহারী স্বীকার করিয়াছেন যে, "Babu Bankim Chandra Chatterjee is not only the most considerable but decidedly the best of the Bengalee novelists," কিন্তু গল্পাংশে যে অসঙ্গত ঘটনার সমাবেশ করা হইয়াছে এবং দোষহীন

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কুষ্ণের উপর গ্রন্থকার যে অবিচার করিয়াছেন (Poetical Justice করেন নাই) তজ্জন্য গ্রন্থখানি [redacted] নির্দ্দোষ হয় নাই তাহাই স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে লালবিহারী বাঙ্গালা পুস্তকের সমালোচনা করিতেন। শুনা যায়, তিনি 'রিভিউয়ে' দীনবন্ধুর পুস্তকের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন এবং তাহাই নাকি দীনবন্ধুর ভোঁতারাম ভাট চরিত্রাঙ্কণের কারণ। কিন্তু দীনবন্ধু তদীয় 'সুরধুনী কাব্যে' লালবিহারীর প্রতিভার প্রশংসা করিতে ত্রুটি করেন নাই।

ডফ-স্মৃতি। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে লালবিহারী Recollections of Alexander Duff বা 'ডফস্মৃতি' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি তাঁহার ছাত্রজীবনের স্মৃতিকথা অতি সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বাঙ্গালার উপকথা। ১৮৮১ লালবিহারী পঞ্জাব গাথার সঙ্কলয়িতা কাপ্তেন রিচার্ড কার্ণ্যাক টেম্পলের উৎসাহে Folk Tales of Bengal নামে বাঙ্গালার উপকথা সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই পুস্তক খানি বোধ হয় লাল-বিহারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক এবং তাঁহার স্মৃতি চিরদিন বঙ্গদেশে উজ্জ্বল রাখিবে। বাস্তবিক বিদেশীয় ভাষায়

বাঙ্গালী শিশুর শৈশব-স্বপ্ন-কথা যে এরূপ সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ হইতে পারে ইহা অনেকেরই কল্পনারও অতীত। এই পুস্তকখানি সর্ব্বত্র যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং ইহার বহু সংস্করণ মুদ্রিত হইবামাত্র নিঃশেষিত হইয়াছে।

লালবিহারী পাণ্ডিত্য। লালবিহারী আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তিনি কলেজের উচ্চতর শ্রেণী সমূহে ইংরাজী সাহিত্য ও প্রতীচ্য দর্শন শিক্ষা দিতেন। ঐ বিষয়ে তিনি বহুবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজী ভাষাজ্ঞানের গভীরতা সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক গো এবং ওয়েব্ তাঁহাদিগের পুস্তকে বাঙ্গালীর ইংরাজী রচনায় কতকগুলি ত্রুটির তালিকা করিয়া "বাবু ইংরাজী" (Baboo English) বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন তখন লালবিহারী এই ইংরাজ অধ্যাপকদ্বয়ের ইংরাজীর ভূরি ভূরি দোষ প্রদর্শিত করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর সম্মান রক্ষা করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লালবিহারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো বা সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

শুনা যায় লালবিহারীর কিছু পাণ্ডিত্যাভিমান ছিল। ১৩২০ সালের "মানসী"তে গৌরহরি সেন মহাশয় স্যর গুরুদাসের 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :—"Bengal Peasant Life" প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ লালবিহারী [illegible] এই সময় (১৮৭০।৭১) বহরমপুর কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন; Grant Hall Club নামক নবপ্রতিষ্ঠিত সভার তিনি সম্পাদক ও প্রধান কর্মী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র উহার সহকারী সভাপতি এবং তৎকালীন সবজজ দিগম্বর বিশ্বাস উহার সভাপতি ছিলেন। * ** দিগম্বর বিশ্বাস বদলি হইয়া গেলে, স্যর গুরুদাস প্রস্তাব করেন যে, সহকারী সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্থলে সভাপতি হউন। ইহাতে লালবিহারী অত্যন্ত বিরক্ত হন। তাঁহার ধারণা ছিল যে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা ঢের ভাল ইংরাজী জানেন এবং প্রেসিডেণ্ট পদে তাঁহার পূর্ণমাত্রায় অধিকার। * ** ইহার পরে লালবিহারী ক্লাবে আসা বন্ধ করিলে উহা উঠিয়া যায়।" যদি লালবিহারীর পাণ্ডিত্যাভিমানের কথা সত্য হয়, তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই; এবং তাঁহার সেই সামান্য দুর্ব্বলতাটুকু আমরা অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারি।

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অবসর গ্রহণ। ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় লালবিহারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি মাসিক সহস্র মুদ্রা বেতন পাইতেছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি পাঁচ বৎসর কাল মাত্র জীবিত ছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখে তিনি পরলোক গমন করেন।

শেষ জীবন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি অন্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার শেষ দিনগুলি নিরুদ্বেগে যাপিত হয় নাই। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিলাতে ব্যারিষ্টার হইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কোনও সংবাদ না পাইয়া তিনি শান্তিহারা হইয়াছিলেন। তিনি কতিপয় পুস্তক প্রকাশ করিয়া কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহাও তাঁহার শেষ জীবনের অশান্তির অন্যতম কারণ। তবে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও কন্যাগণ অক্লান্ত সেবা ও শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহাকে যথাসম্ভব সুখে রাখিতে চেষ্টা পাইতেন। লালবিহারীর অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার কন্যাগণ অধিকাংশ সময় তাঁহাকে ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিয়া শুনাইতেন। ইহাতে তিনি কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিতেন।

স্মৃতি-চিহ্ন। তাঁহার মৃত্যুর পর জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইনষ্টিটিউসনে তাঁহার কতিপয় ছাত্র, বন্ধু ও ভক্তগণ কর্তৃক একটি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে—

IN MEMORY OF

THE REV. LAL BEHARI DAY,

A Student of the General Assembly's Institution under Dr. Duff, 1834 to 1844; Missionary and Minister of the Free Church of Scotland, 1855 to 1867; Professor of English Literature in the Government College at Berhampore and Hooghly, 1867 to 1889; Fellow of the University of Calcutta from 1877, and well known as a journalist and as author of BENGAL PEASANT LIFE and other works. Born at Talpur Burdwan, 18th December 1824; died at Calcutta, 28th October 1894.

Some of his surviving pupils and of his numerous admirers have erected this tablet.

উত্তমাদর্শস্বরূপ। অমর কবি দীনবন্ধু তাঁহার "সুরধুনী কাব্যে" লালবিহারীর এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন :—

বিনোদ-বাসনা লালবিহারী শ্রীমান্
সরল-স্বভাব ধীর গভীর-বিজ্ঞান,
অবাধে লেখনী চলে, ভাষা মনোহর,
মধুর বচনে তুষ্ট মানব নিকর,
খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বী ধর্ম্ম সুধাপান
অভিলাষী দিবানিশি দেশের কল্যাণ।

দরিদ্রের পর্ণকুটীরে লালবিহারী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অবিচলিত অধ্যবসায়, নিরতিশয় শ্রমশীলতা, প্রশংসনীয় স্বাবলম্বন এবং অপূর্ব্ব চরিত্রদার্ঢ্যগুণে তিনি নিম্নতম অবস্থা হইতে সম্মানিত উচ্চপদ অধিকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার অসীম বিদ্যানুরাগ, স্বাধীন তেজস্বিতা, ও আন্তরিক দেশহিতসাধনেচ্ছা তাঁহার নাম বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। বিদেশীয় ভাষায় অসাধারণ অধিকার লাভ এবং পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া তিনি বিদেশীয় পণ্ডিতগণের নিকট হইতে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলিলাভ করিয়া "বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে" এই মহাবাক্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর

স্যর রিচার্ড টেম্পল

IMPERIAL LIBRARY

(পরে বোম্বাইয়ের গবর্ণর) সুপণ্ডিত স্যর রিচার্ড টেম্পল তাঁহার "Men and Events of my time in India" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে লালবিহারীর সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া সকল বাঙ্গালীই গৌরব অনুভব করিবেন। তিনি লিখিয়াছেন ;—

"His character was marked by firmness, independence and ambition for doing good in his generation. Having been in intimate communication with the missionaries, he possessed an exact knowledge of the best points in the European character, and his writings displayed much insight into the thoughts and ways of the poorer classes among his countrymen. He possessed much literary skill and wrote English prose with purity and perspicuity."

সমাপ্ত